বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

পাঞ্জেরী

বেসিক আলী ৭

শাহরিয়ার

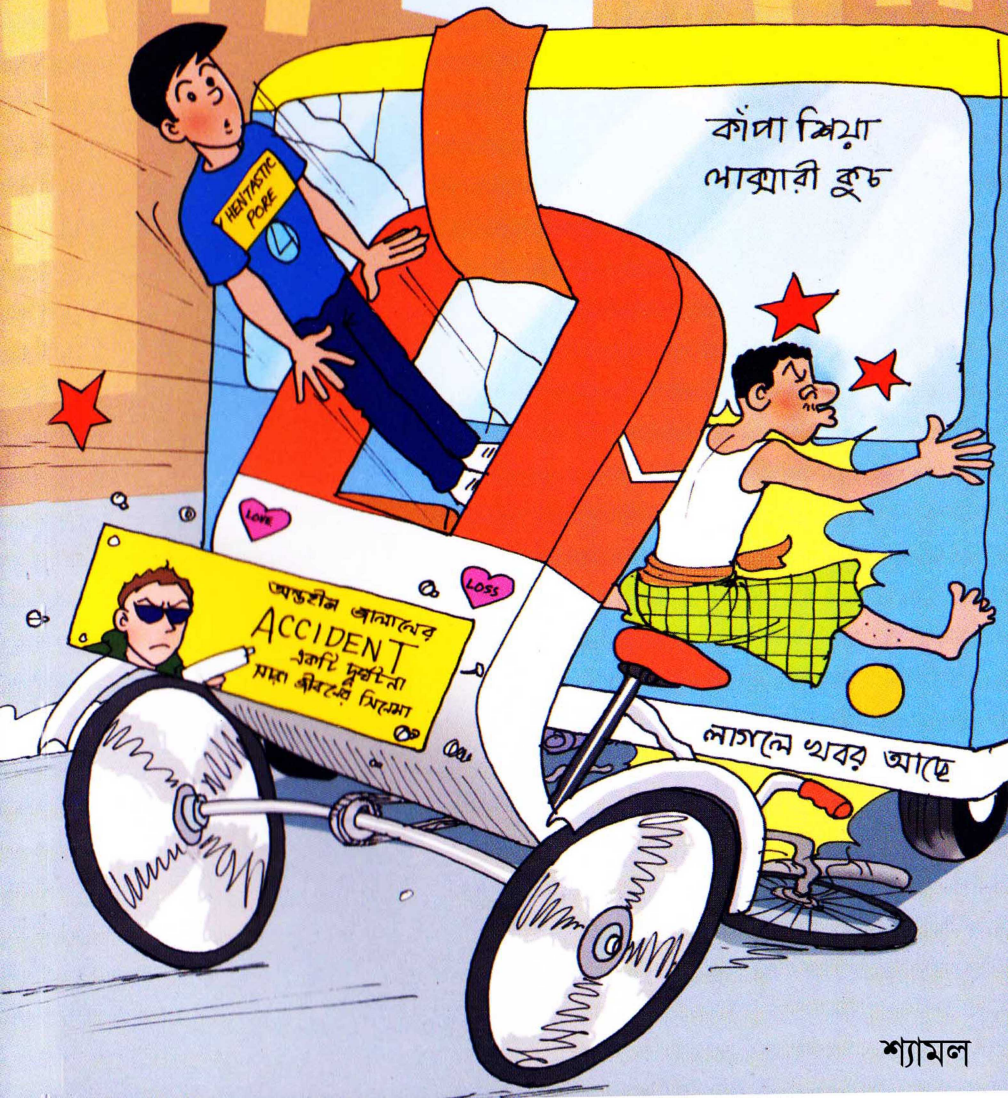

শ্যামল

বইটি উৎসর্গ করছি
আমার বন্ধু "ইকারাস" ব্যান্ডের প্রাক্তন সদস্য,
মরহুম ডা. রিয়াজ ফিদাকে।
বেসিক আলীর অনেকগুলো কার্টুন
তার দুষ্টুমী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এঁকেছিলাম।
রিয়াজের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
শো-রুম : ৩৮/২-ক (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৩৩৫৮২৬, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল : info@panjeree.com
ওয়েব : www.panjeree.com

Basic Ali 7
by **Sharier**
First published in February 2015
by Panjeree Publications Ltd
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

Copyright
Sharier Khan

প্রচ্ছদ
শাহরিয়ার খান

গ্রন্থস্বত্ব
শাহরিয়ার খান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিদেশে পরিবেশক
ভারত: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বি-৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (২য় তলা) কলকাতা-৭।
যুক্তরাজ্য: সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন।

মূল্য: ২২০ টাকা। (US$ 12.00)

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়িত

ISBN : 978-984-634-091-4

তুমি আমাকে প্লাস্টিকের ফুল উপহার দিচ্ছ? প্লাস্টিক?
অসুবিধা কী? দেখতে তো সুন্দর।
কৃত্রিম ফুল দেখতে সুন্দর হলে লাভ কী? এতে তো ফুলের কোন সৌরভ নেই।
নো চিন্তা!
ফুস! ফুস!
পারফিউম মেরে দিয়েছি। দেখ কত সুন্দর খুশবু!

বেসিক আলী

?!
ওভাই– এসব কী লিখেছেন। বুঝি না তো। একটু পড়ে শোনাবেন?
এই ব্যাটা! জলদি ট্যাকা দে। নইলে গুল্লি কইরা তোরে ভূগোল বানায় দিমু!
ভূগোল? ব্যাপারটা ইতিহাস না?
এই ব্যাটা- সাবজেক্ট পাল্টাবি না!

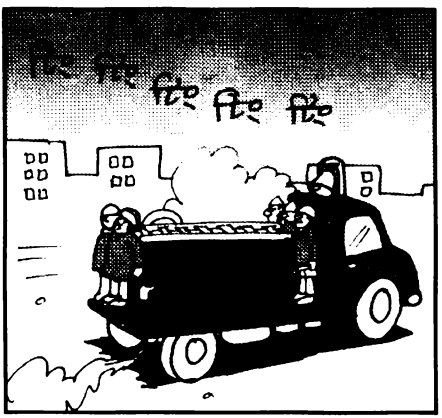

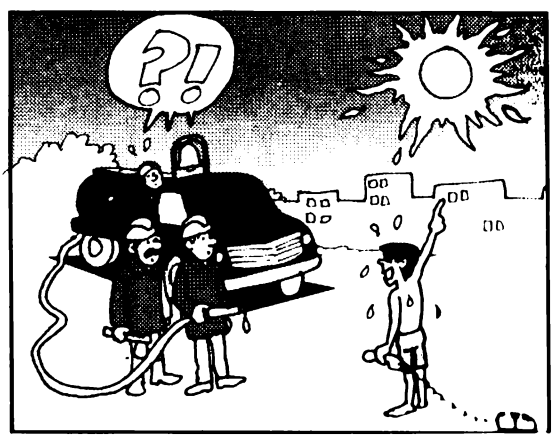

বেসিক আলী

কী ব্যাপার রিয়া, খাওয়া ফেলে ওদিকে কী দেখছ?
এ্যা?
তোমার পেছনে একটা অদ্ভুত লোক বিশাল এক কাঁটা চামচ দিয়ে খাচ্ছে। দ্যাখ্যো!।
!!
ওয়েটার! এক্ষুণি এই রেস্টুরেন্টের হেড বাবুর্চীকে ডেকে আনুন!
জ্বী স্যার? কেন স্যার... আ... আচ্ছা!
...এখানে এত চেঁচামেচি কেন? কী ব্যাপার? আমি হেড শেফ। আমাকে বলুন।
আপনার রান্না অত্যন্ত হাস্যকর।

বেসিক আলী

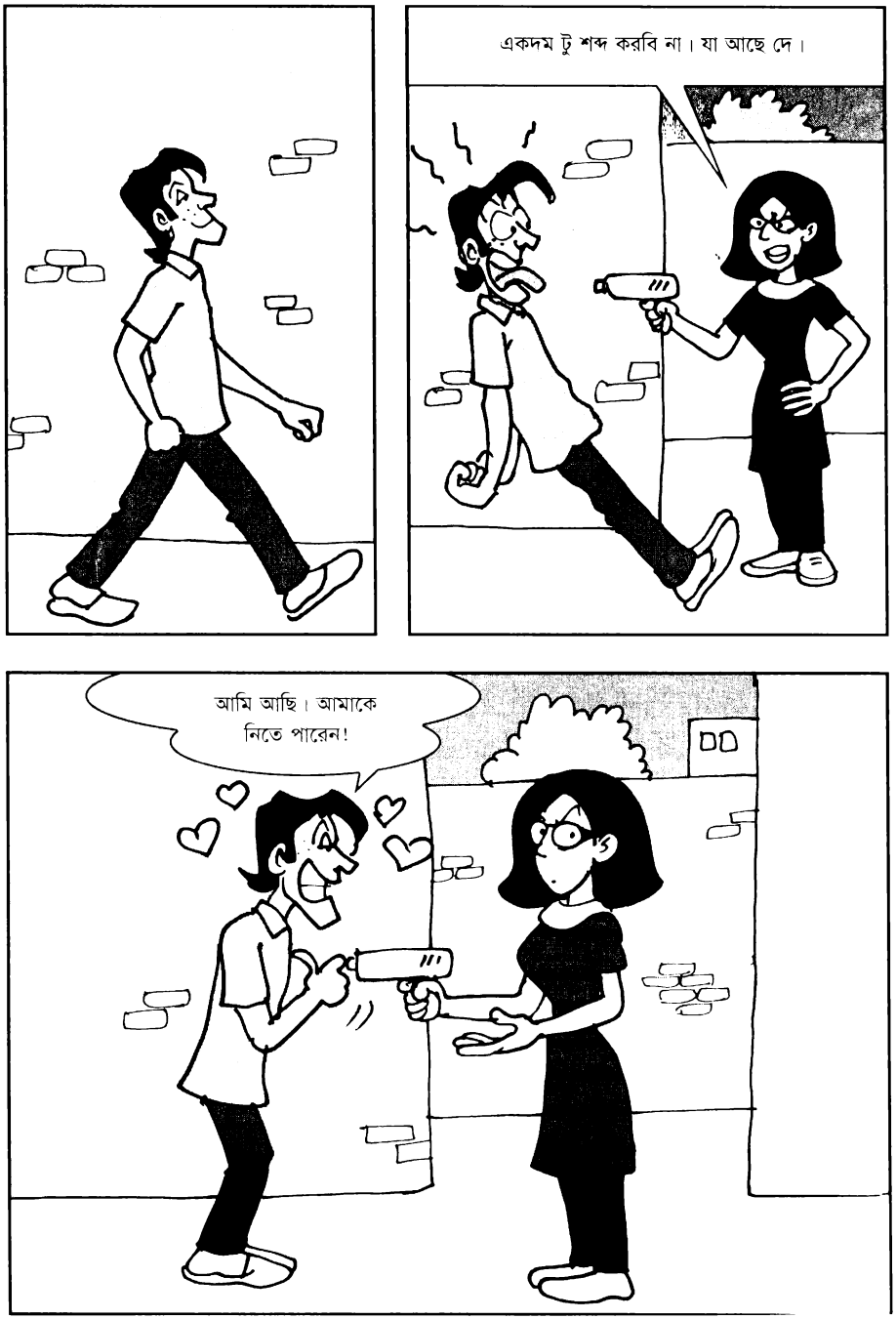

বেসিক আলী

জলদি এই বাটি ভরে চটপটি দিন।
CHATPATI HOUSE
দাম বেশী হলেও এদের চটপটিটা কিন্তু খেতে বেশ মজা। তাই না?

হা হা ধরা খেয়ে গেছিস। আমি তোদের প্রেমালাপ এই ভিডিওতে রেকর্ড করেছি। এটা এবার পাড়ার ভিসিডি চ্যানেলে ছাড়ব।
সত্যি? তাহলে আরেকটু রেকর্ড কর।
নাচ-গান ছাড়া এমন ভিডিও জমবে না।
আমাদের দুজনের পার্কে গল্প করার ভিডিও করে তোর লাভ কী? এটা দেখিয়ে মোনালিসা কে তুই কেড়ে নিতে পারবি?
না। কিন্তু ওর মুখে চুন কালি পড়বে।
তারপর কেউ ওর সাথে প্রেম করতে চাইবে না!
তাই না কী? তাহলে দ্রুত এই ভিডিও ছাড়!
অন্য কেউ ওকে জ্বালাক তা আমি চাই না!
?!
ভিডিওর গুষ্টি কিলাই

বেসিক আলী

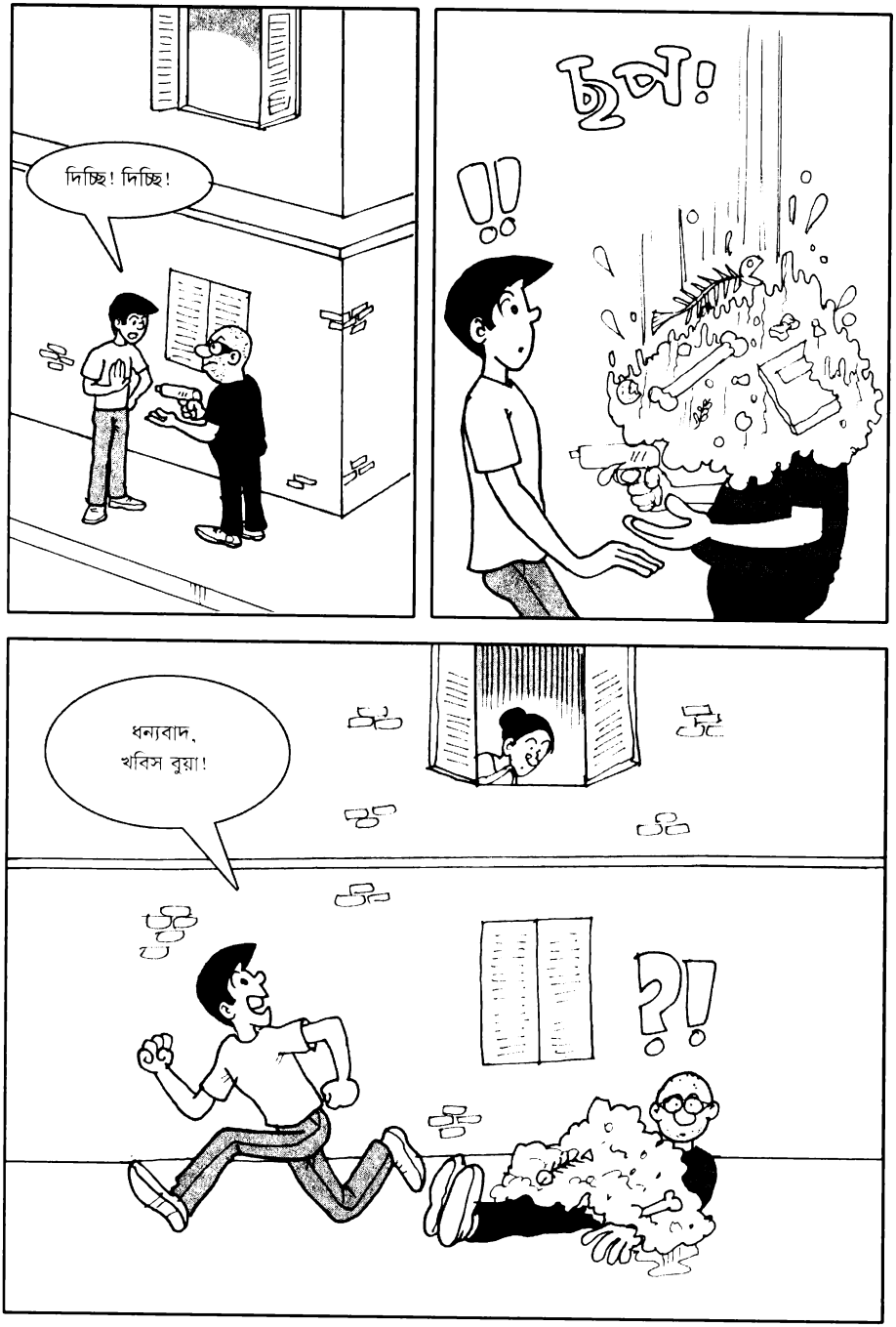
দিচ্ছি! দিচ্ছি!
চুপ!
!!
ধন্যবাদ,
খবিস বুয়া!
?!

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মাথা ঝিম ঝিম করছে। তাও দাঁত মাজলাম। বাথরুম সারলাম। গোসল করলাম।
তালিব, বেসিক, ম্যাজিক আর নেচারের নাস্তা দিলাম। তখন বমি-বমি লাগছে। এ সময় বাবা ফোন করল। প্রায় আধ ঘণ্টা প্যাচাল। এর...
আহ হা!
এসবের সাথে ওনার জ্বর হবার সম্পর্ক কী?
মানে এরপর জানলাম নীলার জ্বর। তাই ওকে নিয়ে আপনার কাছে এলাম।
অই! যা আছে দে!
এ্যা? আ-আপনি এক সময়ের সিনেমার ভিলেন হাটুজল না?
দুত্তোর!

রাজীব, তুই একটু বেসিককে সঙ্গ দে। আমি রেডি হয়ে আসছি।
নো প্রবলেম আপু।
ভাইয়া চাপো দেখি?
আরেকটু চাপো না।
কেমন লাগে আমার সঙ্গ?
?!
বেসিক আমাকে আর পাঁচটা মিনিট সময় দাও!
ঠিক আছে।
?!
হি হি... সরি ভাইয়া... আমি তোমার পেছনে একটা আপেল টার্গেট করেছিলাম একটু ফস্কে গেছে আর কী!!

ভাইয়া, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?
না।
করি? করি? করি? করি?
না। না!! না!! আচ্ছা কী?
তুমি প্রতিদিন আমার বোনের কাছে আসো কেন? তোমার নিজের বোন নেই?
?
ঘরে যা ফক্কর!

বেসিক আলী

ফটোকপিয়ারের কাগজ শেষ মানে? সকালেই না এক প্যাকেট কাগজ দেয়া হলো। কে এত কাগজ নষ্ট করল?

আপনি স্যার। আপনি সকালে স্যার। আপনি সকালে শরৎচন্দ্রের প্রথম খণ্ড এখানে ফটোকপি করলেন।

এবারের মত কিছু বললাম না। এর পরের বার অযথা কাগজ নষ্ট করলে তোমাদের খবর আছে!

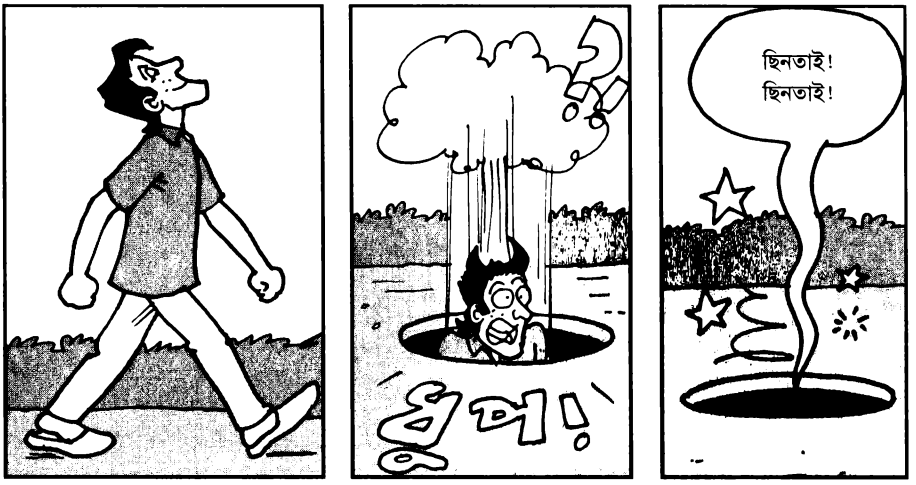
ধুপ!
ছিনতাই!
ছিনতাই!

ওরে গাধা, ম্যানহোলে পরে ছিনতাই ছিনতাই বলে চেচাচ্ছিস কেন?
ম্যানহোল ম্যানহোল বলে চেঁচালে কি আসতি?

হ্যা হিল্লোল কী জানতে চাস? অপ্রয়োজনীয়র সমার্থক শব্দ?

অপ্রয়োজনীয় মানে ফালতু; আজাইরা: ভুয়া; বোগাস। কী? তোর পছন্দ আজাইরা? ঠিক আছে আজাইরাই থাক।

হু, লেখ ম্যানেজার, ব্যাংগু ব্যাংক, জনাব আপনার ২০/৯/১১ তাং এর ঋণ পরিশোধের তাগাদা পত্রটি ছিল খুবই আজাইরা, কারণ আমি ইতিমধ্যেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি। আপনার আজাইরা চিঠির জন্য আমার ঘুম নষ্ট হচ্ছে।

চলো এখন থেকে আমরা সুইমিং ক্লাবে গিয়ে প্রতিদিন সাঁতরাই। সাঁতরালে নাকি অবশ্যই ওজন কমে
কে বলেছে ওজন কমে?

সাঁতরালে ওজন কমে এ কথাটা একদম ভুল।
কেন? কেন?

তুমি জীবনে চিকনা তিমি মাছের কথা শুনেছ?
?!!

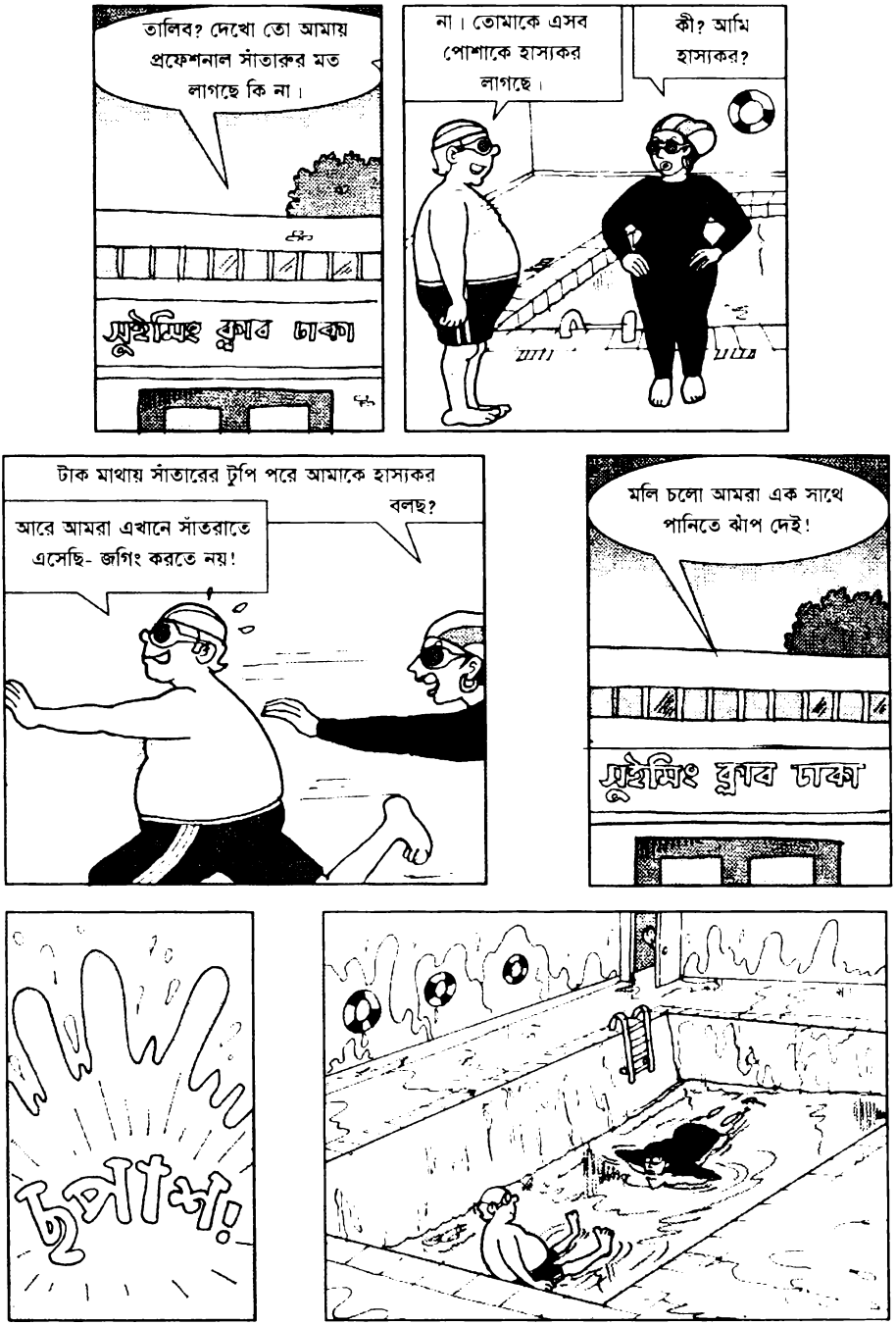
তালিব? দেখো তো আমায় প্রফেশনাল সাঁতারুর মত লাগছে কি না।
সুইমিং ক্লাব ঢাকা
না। তোমাকে এসব পোশাকে হাস্যকর লাগছে।
কী? আমি হাস্যকর?
টাক মাথায় সাঁতারের টুপি পরে আমাকে হাস্যকর বলছ?
আরে আমরা এখানে সাঁতরাতে এসেছি- জগিং করতে নয়!
মলি চলো আমরা এক সাথে পানিতে ঝাঁপ দেই!
সুইমিং ক্লাব ঢাকা
ছপাশ!

আরে খেলা শেষ না করে উঠছিস কেন?
না। ৬টা বেজে গেছে মা বলেছে আমি যেন ৬টায় বাসায় ফিরে পড়তে বসি!
তুই ঐ ঘড়ি দেখে ভেবেছিস ছয় টা? আরে ঐ ঘড়ি অনেক ফাস্ট। ওটা ঠিক নেই।
তোমার মোবাইলের ঘড়িও ছয়টা দেখাচ্ছে চাপা মারছ কেন!
তাহলে ছটাই তবে আমি চাপা মারছি না, দেয়াল ঘড়িটা আসলেই ফাস্ট ওটা ২৪ ঘণ্টা ফাস্ট!
৪!
বলছি তো ভাইয়া, এখন টেবিলে টেনিস খেলব না, খাব, খিদা পেয়েছে।
চোপ! খালি খাই! খাই!
আগে খেলা, পরে খাওয়া
টক্ক!
মামুন!

আমাদের প্রেমের ৩২তম বার্ষিকীতে তোমার জন্য এমন পোশাক দিচ্ছি যা পরলে তোমাকে পরীর মত লাগবে
সত্যি?
আমি অপেক্ষা করছি।
বাঃ কী সুন্দর পরীর মত লাগছে তোমাকে।
আমাদের প্রেমের ৩২তম বার্ষিকীতে তোমাকে এমন পোশাক দিচ্ছি যা পরলে তোমাকে রাজার মত লাগবে
আমি এক্ষুণি পরে আসছি
হয়েছে?
রাজা! আমার রাজা!

আমার জীবনে হতাশার কোন শেষ নেই, বুঝলি?
কেন? কী হয়েছে?
আমার যখন জন্ম হলো, বাবার বয়স তখন ৩০। আজ আমি ২৮ আর বাবা ৫৮।
তো?
ছোটকাল থেকে চেষ্টা করেছি অন্তত বাবার সমান বড় হবো, আজ টের পেলাম যে...
আমি যতই চেষ্টা করি, বাবা সব সময়ই আমার চেয়ে ৩০ বছর এগিয়ে থাকবে! ব্যাপারটা অসহ্য!

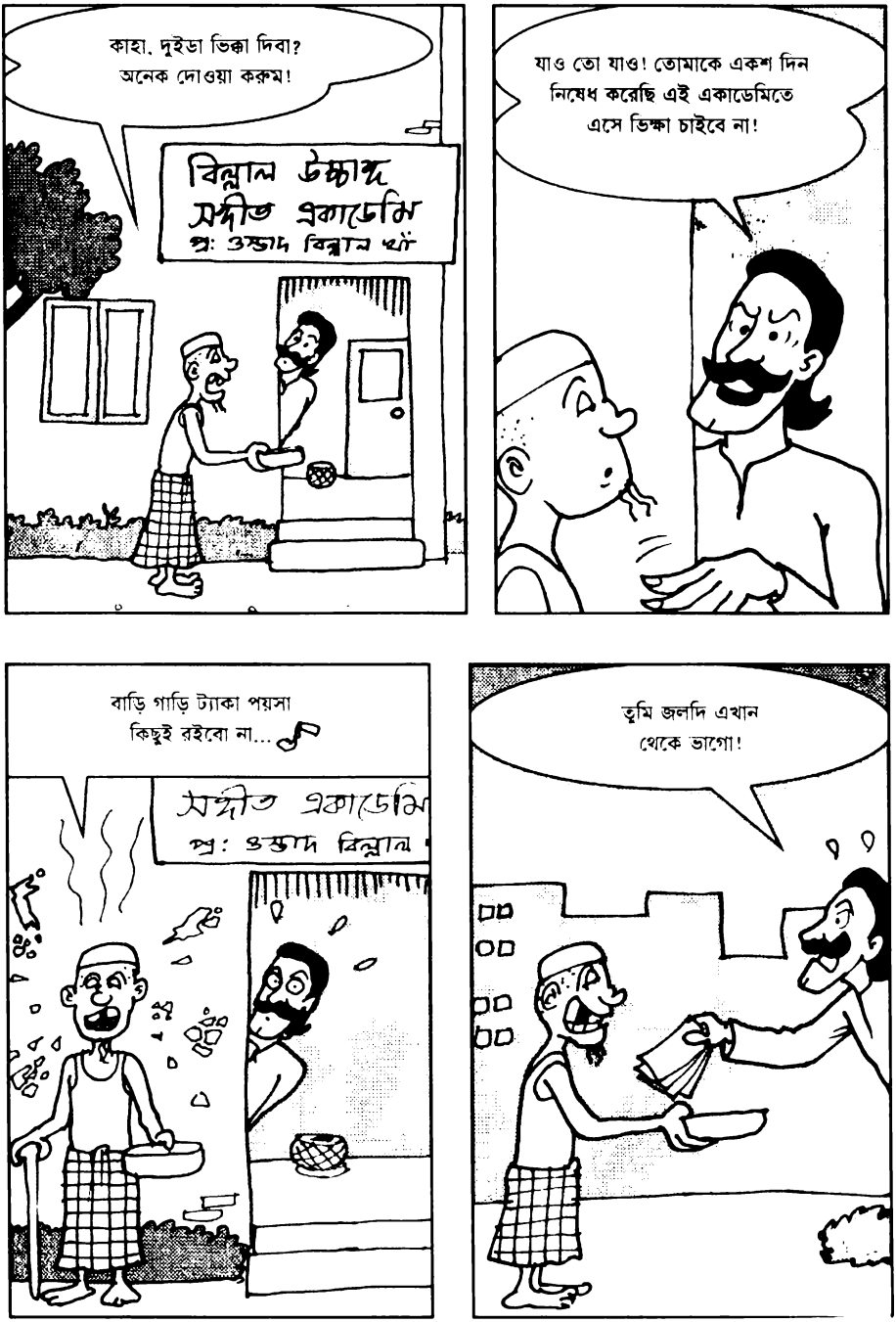
কাহা, দুইডা ভিক্কা দিবা?
অনেক দোওয়া করুম!
বিল্লাল উস্তাদ
সঙ্গীত একাডেমি
প্র: ওস্তাদ বিল্লাল খাঁ
যাও তো যাও! তোমাকে একশ দিন
নিষেধ করেছি এই একাডেমিতে
এসে ভিক্ষা চাইবে না!
বাড়ি গাড়ি ট্যাকা পয়সা
কিছুই রইবো না...
সঙ্গীত একাডেমি
প্র: ওস্তাদ বিল্লাল
তুমি জলদি এখান
থেকে ভাগো!

বেসিক আলী

LONG LIVE ROCK & ROLL
LONG LIVE ROCK & ROLL
দোস্ত তুই রেইনবোর LONG LIVE ROCK & ROLL শুনেছিস?
এ্যাঁ?
শুনেছিস? আশ্চর্য! ভেবেছি তোরা সত্তরের দশকের ব্যান্ডের নামও জানিস না।
এ্যা?
কী? তোর বাবা রেকর্ড কালেক্ট করতো? জানতাম না তো। আচ্ছা ব্ল্যাক সাবাথ আছে?
কী বলিস শুনি না।
তুই মনে করেছিস আমি পৃথিবীর বিখ্যাত রক ব্যান্ডগুলোর গান শুনি নি? বেশ তুই নাম বল আমি বলছি কার কারটা শুনেছি।
লেড জেপলিন।
হ্যাঁ শুনেছি।
ডিপ পার্পল।
শুনেছি!
ইয়েস!
অবশ্যই!
কিং ক্রিমসন!
শুনেছি!
পিংক ফ্লয়েড!
শুনেছি!
রোলিক স্টাফ!
তোর আগে শুনেছি!
ভুয়া! রোলিক স্টাফ বলে কোন ব্যান্ড নেই। ওটা আমি এই মাত্র বানিয়েছি!

আশ্চর্য!
আমি এক মাস পর আজ এখানে এলাম। এর মধ্যে এখানে আপনারা দেখছি ব্যাপক পরিবর্তন করে ফেলেছেন। চিনতেই পারছি না!
বেসিক আলী কি এখনো তিন তলায় বসে? না কি ওর অফিস পরিবর্তন হয়ে গেছে!
বেসিক আলী কে?
এটা বাংগু ব্যাংক না?
না। ওটাতো পাশের বিল্ডিং এ!

তোরা তো ভাবিস আমি সব সময় জামা কাপড় কিনে ঠকি। এই শার্টটা কেমন?
চমৎকার। কত দাম?
দারুণ।
ওখানেই তো টেক্কা মেরেছি। এর দাম মাত্র ১৮০ টাকা।
বলিস কি? এতো কম দাম?
এবার বুঝেছি কেন এত কম দাম। তোর শার্টের হাতাটা তো ছেঁড়া!
ওটা ছেঁড়া না। ওটা স্টাইল। এতে হাসির কিছু নেই মেয়েদের মাসল দেখানোর জন্য এই স্টাইল!
কিরে, তুই আজো আবার ঐ ছেঁড়া সস্তায় কেনা শার্ট পরে বের হলি?
হ্যাহ!
আরে, ছেঁড়াটা গেল কই? তুই কী আবার ১৮০ টাকা দিয়ে একই স্টাইলের আরেকটা কিনলি না কী?
না! রিপু করিয়েছি! হলো তো?
কত লেগেছি?
২৫০ টাকা।
মানে ১৮০+ ২৫০=৪৩০ বেশ সস্তাই তো হলো শার্টটা!

বেসিক আলী

কবুতর পালছিস ভাল কথা ; ওদেরকে কী মাঝে মাঝে পাথর খেতে দিস?
পাথর? কি বলো?
ওরা খাবার হজম করতে পাথর খেয়ে থাকে। বিশ্বাস না হলে তুই ওদের পাথর এনে দে– দ্যাখ ওরা কী ভাবে খায়
সত্যি বলছ তো?
আরে গাধা নুড়ি পাথর! নুড়ি পাথর!
এই মিয়া আস্তে চালান! আমার তাড়া নেই! এক্সিডেন্ট হবে!
জোড়ে চালাম্, বেশি ট্রিপ মারম্ আমার তাড়া আছে!
ACCIDENT
লাগলে খবর আছে

আহ! কত অধ্যাবস্যায়ের পর অবশেষে আমি একটা দুর্দান্ত কেক বানিয়েছি। মমম!
ভাইয়া? ম্যাজিক? জলদি আমার কেক গরম গরম খেতে ছুড়ি নিয়ে এসো!
তোরা অত্যন্ত হিংসুক টাইপের নীচ মানুষ!
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
মাফ করবেন আপনার শাড়িটা কী জামদানী? এবং সেটার ওপর আপনি কী এমব্রয়ডারী করেছেন
হ্যাঁ...?
জামদানীর ঐতিহ্যকে অপমান করার জন্য এই হাসপাতালে আগামী তিনদিন আপনি আসবেন না!
এ্যাঁ? কে আপনি?
আমি এখানকার ফ্যাশন পুলিশ

হ্যা রে হিল্লোইল্লা, তুই কী আমার দোকানের ক্যাশ বাক্সটা....
খক খক খক খক
খুক্কুর খুক্কুর খোয়াৎ
জানতে চাই যে ক্যাশ বাক্সটা নতুন করে রং করিয়ে দিতে পারবি কী না।
ও, রং করা? অবশ্যই। আমি ভেবেছি তুমি আবার আমার বিরুদ্ধে টাকা মারার অভিযোগ করছ...

বেসিক আলী

স্বাগতম!
বহু কষ্টে তোমাকে ধরেছি কেন? কারণ আমি চাই জীবনে অন্তত: একটা খারাপ মানুষকে ভালো বানাবো!
বাঁচাও! বাঁচাও! পাগলের হাত থেকে বাঁচাও!
তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি কিন্তু তুমি যদি চাও, তুমি আমার কাছে এক ঘণ্টা নীতিকথার লেকচার শুনলে এমনিই ছেড়ে দেব, কোনটা চাও মহাশয় চোর?
লেকচার! লেকচার!
অনেকে মনে করে চুরি করে বড়লোক হওয়া যায়। আসলে অধিকাংশ চোরই গরিবী জীবন কাটায় অথবা জেলে থাকে বড়লোক চোরেরা বুদ্ধিমান বলে বড়লোক হয়। তুমি বুদ্ধিমান?
স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন সুযোগ মানুষকে চোর বানায়। তোমাকে সুযোগহীন করতে হবে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সদা সত্য কথা বলিবে ঢিল মারলে পাটকেল...
আমারে পুলিশের কাছে পাঠাও! বাঁচাও!

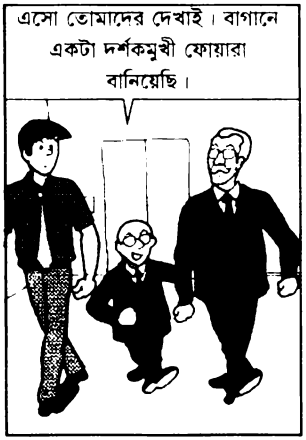
এসো তোমাদের দেখাই। বাগানে একটা দর্শকমুখী ফোয়ারা বানিয়েছি।

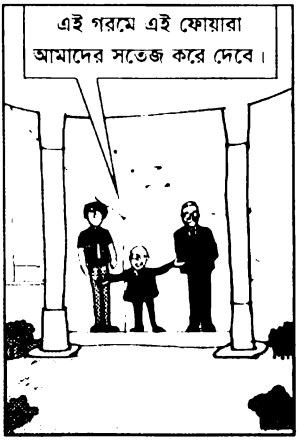
এই গরমে এই ফোয়ারা আমাদের সতেজ করে দেবে।

স্যার... গাব! গাব! খুব বেশী দর্শকমুখী ফোয়ারা... গাব গাব!

দেখো তো মলি, আর্টটা কেমন হয়েছে?

মাস্টারপিস। দেখে মনে হচ্ছে প্রফেশনাল আর্টিস্টের আঁকা... তোমার না!

তবে ওতে পিকাসোর স্বাক্ষর না এঁকে তোমার নিজের স্বাক্ষর দিলে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতো!

বেসিক আলী

এই নতুন ছেলে, যাও-আমাদের জন্য দুটো চা আর চারটা পুরি লাগাও!
এমন হা করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? যাও পুরি নিয়ে এসো!
আরে?
তবেরে!
আসল চুল ঐডা আসল চুল! নকল না!
ম্যানেজার ভাই, আপনার নয়া Teaboy বা চা-বালক আমার চুল টেনেছে। এর বিচার করেন!
চান্দু? এদিকে আয়!
রহমানীয়া
হোটেল
তুই উনার চুল টেনেছিস কেন, ব্যাটা গ্রাম্য গাড়ল?
আমি খালি দেখলাম ওনার চুল আসল না কী!
টক!
টক! আমিও দেখলাম তোর মাথাটা মাথা না পাতিলের তলা!

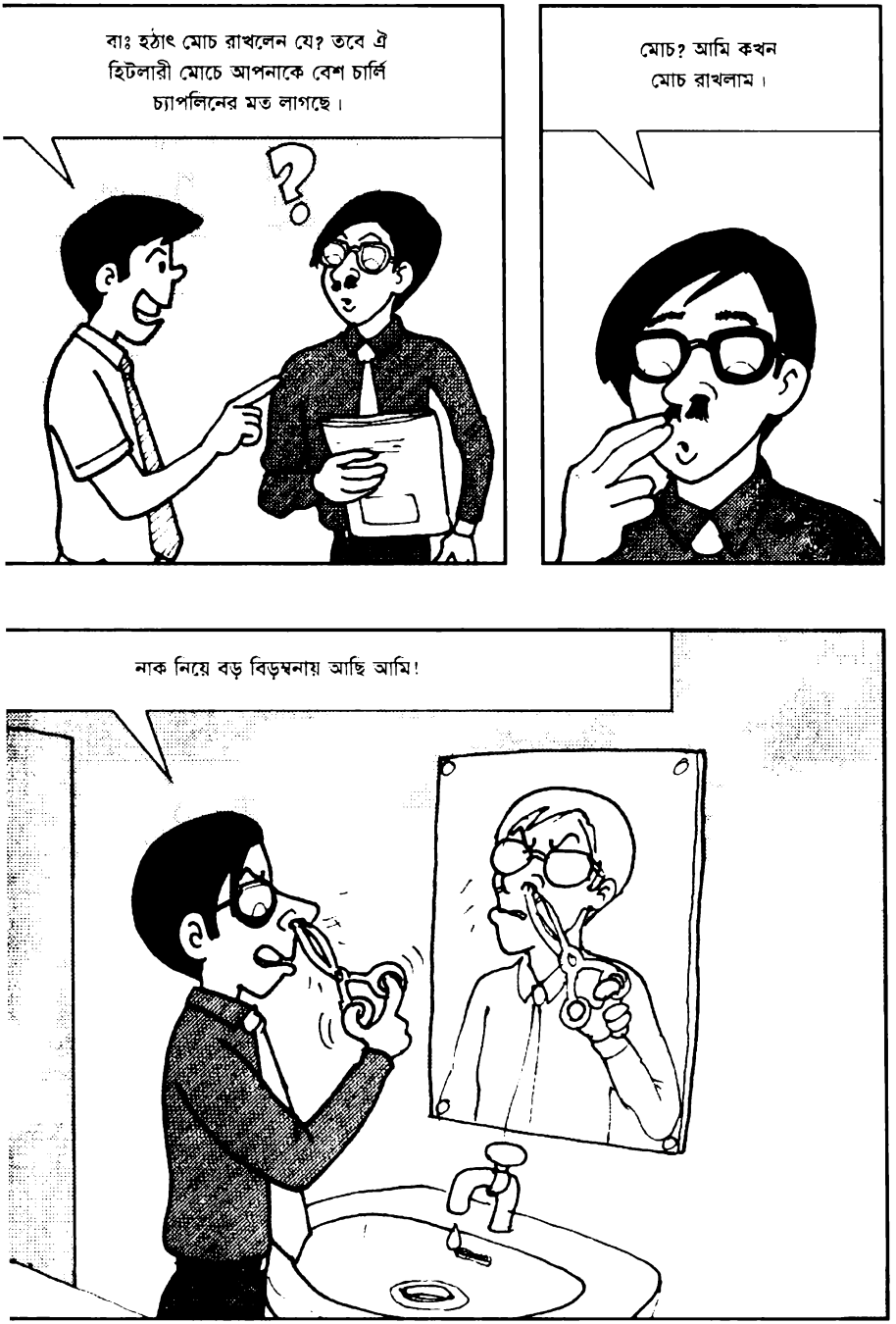
বাঃ হঠাৎ মোচ রাখলেন যে? তবে ঐ হিটলারী মোচে আপনাকে বেশ চার্লি চ্যাপলিনের মত লাগছে।
মোচ? আমি কখন মোচ রাখলাম।
নাক নিয়ে বড় বিড়ম্বনায় আছি আমি!

অই! যা আছে দে!
দে! নইলে...
দিচ্ছি ভাই দিচ্ছি! এক সেকেন্ড...
ওরে বাপরে!
হেয়ার ড্রায়ার? তুমি হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে ঘোর?
কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি, ভাইয়া?
কন।
অমন চ্যাপলিন মার্কা মোচ নিয়ে গরমের ভেতর মাফলার পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি পরে কেউ ছিনতাই করে? আপনার কোন স্টাইল সেন্স নেই
কী কইলেন?
আপনি ছিনতাইকারী নন, আপনি এক রুচিহীন পাগল।
আস্তে, আমার বউ ছুইনা ফালাইলে আবার আমারে হাসপাতালে পাঠাইবো...!

BHOOA DIAGNOSTIC CENTRE
আমার ফুসফুসের X-Ray টা হয়েছে?
এই যে আপনার X-Ray। আপনার দেখছি হার্ট খারাপ।
এ্যা? বলেন কী? আমি তো হার্টের X-Ray করাই নি। ফুসফুসের...
এই ব্যাটা আর্টিস্ট! চাইলাম ফুসফুসের X-Ray আর দিলি কিনা হার্টের!
ভুল হয়া গেছে বস এখনি দিতাছি!
DELIVERY

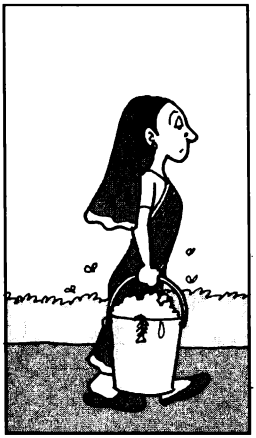

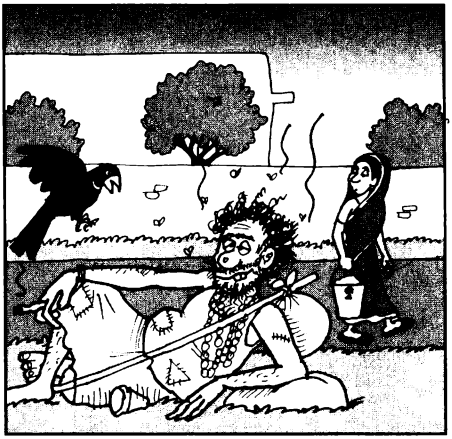

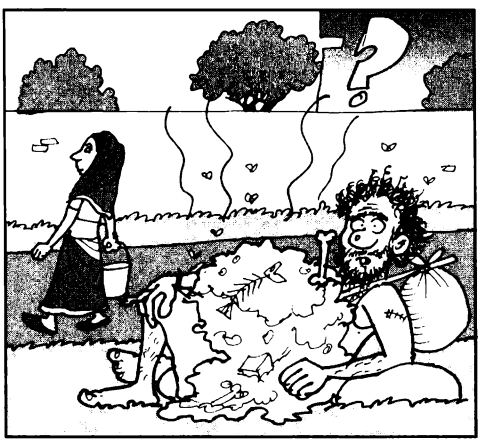
?

ইয়াহু!

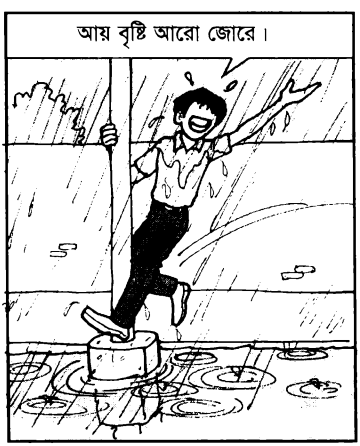
আয় বৃষ্টি আরো জোরে।

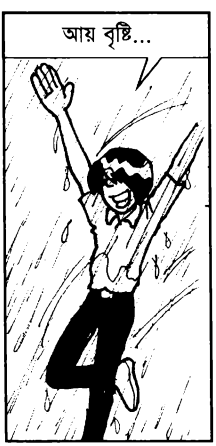
আয় বৃষ্টি...

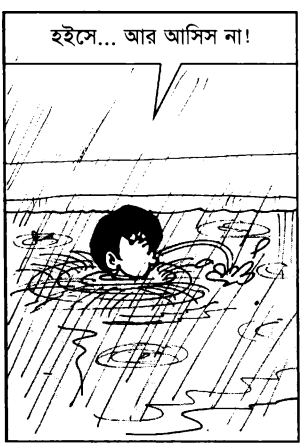
হইসে... আর আসিস না!

তালিব? দেখো আমার গাছ একটা ডিম পেরেছে!
কী যে বলি... আর মাথার কোন ঠিক নেই। এজন্যই আমি MADDEST
প অ অ ক পক পক পক পক
দোস্ত, ঐ ছাদে দ্যাখ-ওর নাম ফারাইবা। ওকে ভীষণ পছন্দ করি। কিন্তু কথা বলার সাহস নেই।
নো চিন্তা শাবাব।
এই ঢিলের সাথে তোর ফোন নাম্বার লিখে পাঠাচ্ছি। দেখিস ও ফোন করবে
উপস! ভাগ শাবাব, ভাগ!
!!
ফোন কোর... ০১...??

স্যার আমার এক সপ্তাহের ছুটি লাগবে।
এ্যা? তোমারও কোমর ব্যথা না কী?
আমারও মানে?
অনিক তো কাল থেকে পাঁচ দিনের ছুটিতে গেল কোমর ব্যথার কারণে!
আমি হাচ্ছি আসল কোমর ব্যথার রোগী আর আপনি ভূঁইফোড় কোমড় ব্যথার ব্যবসায়ীদের ছুটি দিয়ে যাচ্ছেন!
অনিকের বিরুদ্ধে আমি মামলা করব। ওর জন্য আমি ছুটি নিতে পারলাম না।
ও কী করেছে?
ও কোমর ব্যথ্যার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়েছে। আর আমি– যে কিনা আসল ও বৈধ কোমর ব্যথার রোগী আমি ছুটি পাই না!
এডভোকেট সাহেব, আমি অবৈধ রোগীর বিরুদ্ধে মামলা করব, হ্যাঁ আমার কোমরের ব্যথার কপিরাইট আছে- এ ব্যথ্যা শুধু আমার হবে।

সালাম, পাড়াতো সাংবাদিক শাহরিয়ার ভাই।
শুভ পঞ্চম জন্মদিন

জন্মদিন? তা'ও আবার পঞ্চম? না তো!
হ্যাঁ কাল তোমার ৫ম জন্মদিন। পাঁচ বছর আগে তোমাকে নিয়ে কার্টুন আঁকা শুরু করেছি।

কার্টুন? আমি? কী বলছেন এসব? হায় হায়! বলে কী!
হ্যাঁ-তোমাকে নিয়ে বিটলামী করে আমি আনন্দ পাই।

শাহরিয়ার বেসিক আলী

একী? এই কার্টুনের হঠাৎ কী হলো? এটা তো বেসিক আলীর কার্টুন।
আমার না!

পাঁচ বছর ধরে আপনি আমার কার্টুন আঁকছেন। আজ আমি আপনার কার্টুন আঁকছি।
আমার পেন্সিল ফেরত দাও!

একী? একী?
এখন কেমন লাগে? এ্যা?

কেমন হয়েছে ছবিটা?
তুমি এঁকেছ?

বরাবরের মতোই জঘন্য আঁকা। বিচ্ছিরি রং! বাবা তুমি কবে ছবি আঁকার চেষ্টা বাদ দেবে?

..হাঃ হাঃ! গাধা! এটা বিখ্যাত শিল্পি গৌতমের আঁকা!

কেমন হয়েছে ছবিটা?
মনে হচ্ছে কোন বাচ্চা এঁকেছে। কাঁচা।

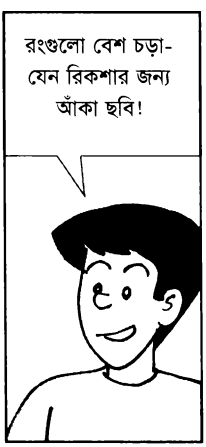
রংগুলো বেশ চড়া- যেন রিকশার জন্য আঁকা ছবি!

হাঃ হাঃ! এটা আমার না। বিখ্যাত শিল্পী গৌতমের আঁকা।

তাইতো বলি অমন ইচ্ছাকৃত ভাবে বাচ্চাদের স্টাইলে কোন বড় শিল্পী এটা আঁকালো।
!!

?
নেচারের হেয়ার কেয়ার শপে স্বাগতম, হে সম্মানিত কাস্টমার
এখানে হেয়ার টনিক বিক্রী হয়
টাক মাথায় চুল চাই? আফ্রিকান চুল গজাতে চাইলে কিনুন: উইল স্মিথ হেয়ার টনিক। লম্বা চকচকে চুল? নিন ক্যাটরিনা টনিক। টাককে আরো টেকো করতে চান? নিন ফিল কলিন্স টনিক। এছাড়া আরো...
PHIL COLLINS HAIR TONIC
KATRINA KAIF HAIR TONIC
দারুণ জমে গেছে আমার ব্যবসা!
আজ নেচার হেলথ কেয়ার শপে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ওজন কমানোর ওষুধ
নেচার হেলথ কেয়ার
এসব ওষুধ খেয়ে ৭ দিনের মধ্যে ওজন যদি কিছু না কমে, তাহলে পয়সা ফেরত দেব। ধন্যবাদ।
আপনি কী ঐ দোকান থেকে ৭দিন পর টাকা ফেরত নিতে চান? তাহলে আজই কিনুন ম্যাজিকের কেক-আইসক্রীম-ঘি আর মাখন।
ম্যাজিক শপ

নেচার আর ম্যাজিকের দেখাদেখি তুইও দেখি দোকান খুলে বসেছিস। কী বেচছিস?
ছেলেদের জিনিস।
খুব সস্তা। এই ডেভিডফ পারফিউম ৫০০ টাকা। বুলগেরী আফটার শেভ ৫০০, DKNY এর মানিব্যাগ ৪০০ গুচির বেল্ট...
?
ওরে শয়তান... আমার আলমারীর জিনিস বের করে আবার আমার কাছে বেচার চেষ্টা... জোচ্চোর!
আমি ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন কার্যক্রমে উৎসাহ দেই বলে ওরা বাসায় দোকান বসিয়ে আমার সাথে ব্যবসা করতে পারে না। ওদের বলে দিও ওরা যেন বাসায় আমার সাথে ব্যবসা না করে।
এটা কী?
Mollys
ডিনারের বিল!

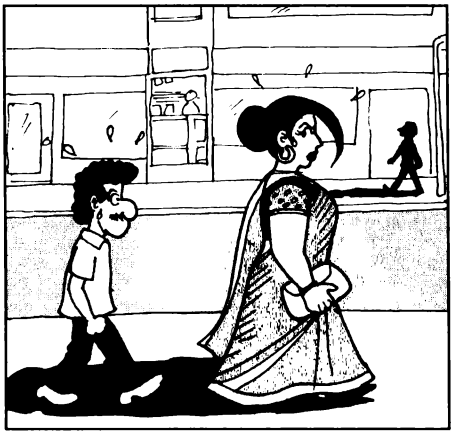

এই ব্যাটা আমার পেছন হাঁটাছিস কেন? ভাগ না হয় দেব মার!

আপনার ছায়ায় হাঁটা কী এতবড় অপরাধ?

হ্যারে মামুন, ঐ ক্ষুদে ডাকাত ছোড়া রবিন এদিকে আসছে। ভয় নেই। আজ ওকে সাইজ করব।
হ্যানস আপ! যা আতে দে!
টাস!
ভ্যা এ এ! তোকে মেলে ফেলব! ভ্যা এ এ!
আমার স্টকে আরো কিছু চড় আছে দেব?
কী ব্যাপার নীলা- রাত ৮টা বেজে গেছে মামুন এখনো বাইরে কেন? ওর না আজ রিপোট কার্ড দেয়ার কথা?
মামুন ম্যাজিকের সাথে বাগানে তারা দেখছে।
তারা দেখছে? বাঃ- বেশ ভাল- ভাল বেশ ভাল।
ভাইয়া আবার বুঝিয়ে বলো- কিভাবে এই মহাবিশ্বের তুনায় আমার রিপোর্ট কার্ড অতি তুচ্ছ একটা বিষয়?

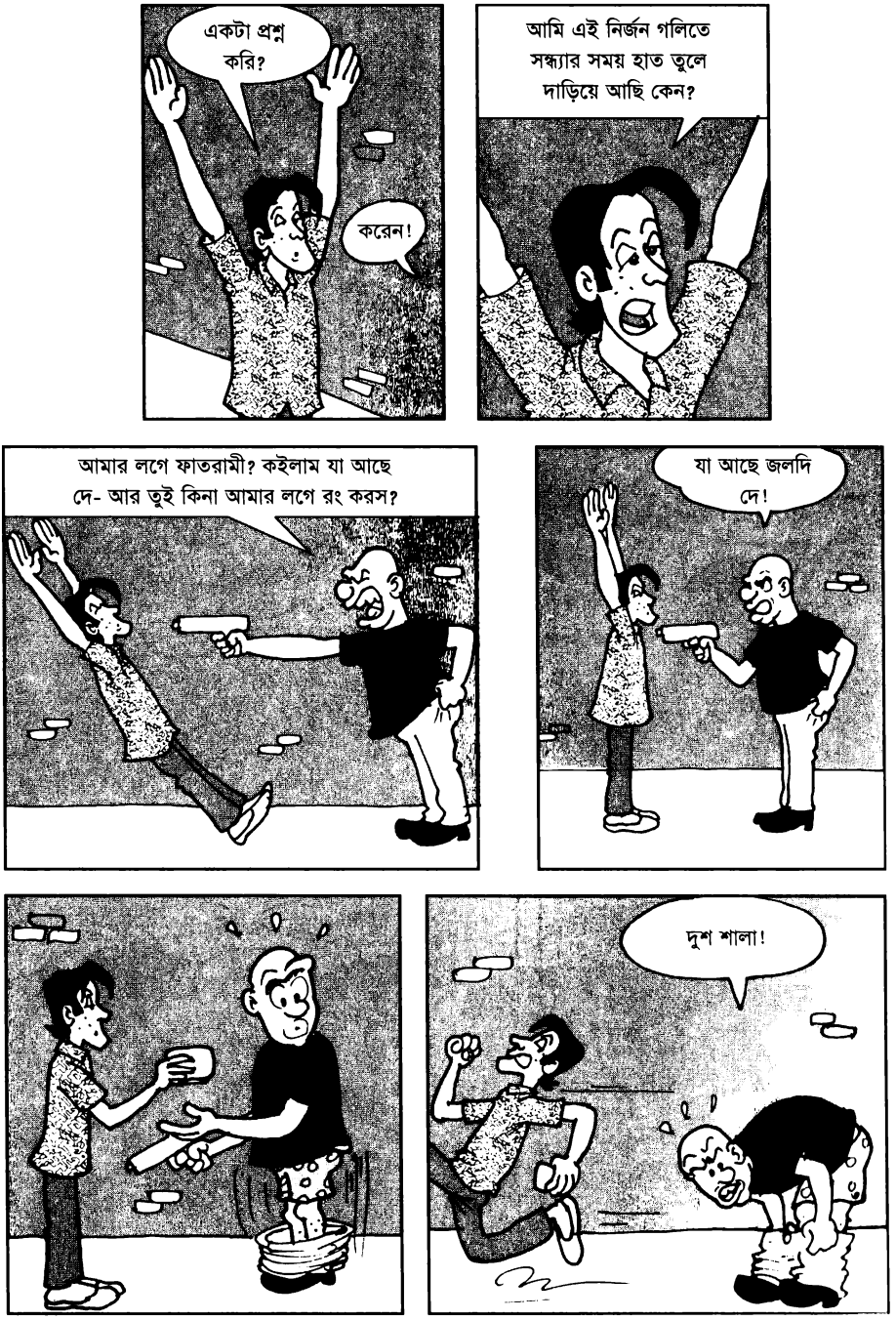
একটা প্রশ্ন করি?
করেন!
আমি এই নির্জন গলিতে সন্ধ্যার সময় হাত তুলে দাড়িয়ে আছি কেন?
আমার লগে ফাতরামী? কইলাম যা আছে দে- আর তুই কিনা আমার লগে রং করস?
যা আছে জলদি দে!
দুশ শালা!

বেসিক আলী

এই যে ভাই, এই ইলিশ মাছের জোড়া কত?
এক দাম পাঁচ হাজার টাকা।
দাম শুনে তো আপনার মাছেই আগুন লেগে গেল।
অই কমলা! কমলা!
অই ক্যালা! ক্যালা
কমলা! কমলা!
ক্যালা! ক্যালা!
বাঁচাও! বাঁচাও!

বেসিক আলী

এটা কি বানিয়েছিস আপু? নতুন ধরণের রেজার? না?
আরে এতো মনে হচ্ছে ক্ষুদে একটা ঘাস কাটার যন্ত্র। এটা দিয়ে কী করবি? দেখাবি?
এরকম কিছু একটা সন্দেহ হচ্ছিল!
চিন্তা করে দ্যাখ ফারিসা। আমার ম্যাডেস্ট অভিযোগ করছে যে আমি নাকি সারাক্ষণ ফোনে কথা বলতে থাকি।
দ্যাখ কেমন মিথ্যা কথা বলে আমার মা। আমি কি সারাক্ষণ কথা বলি?
আমি তো মাঝে তোকেও কথা বলতে দেই। না কী?

গোলাপের সৌরভে
আজাইরা বিউটি সোপ
আজাইরা কোং
টাকা ২৫ কিঞ্চি

পরে
দোস্ত, তোর ছবিগুলো প্রিন্ট করে এনেছি!
দেখি কি ছবি?

এই অসভ্যতার মানে কী বেসিক?

আপনার বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হলো একটা ভালো উপদেশ দিয়ে যাই।
কী ডাক্তার সাহেব?

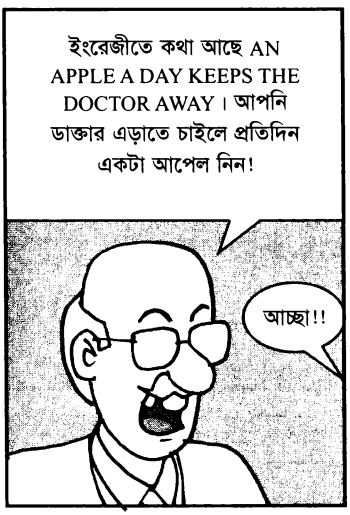
ইংরেজীতে কথা আছে AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY। আপনি ডাক্তার এড়াতে চাইলে প্রতিদিন একটা আপেল নিন!
আচ্ছা!!

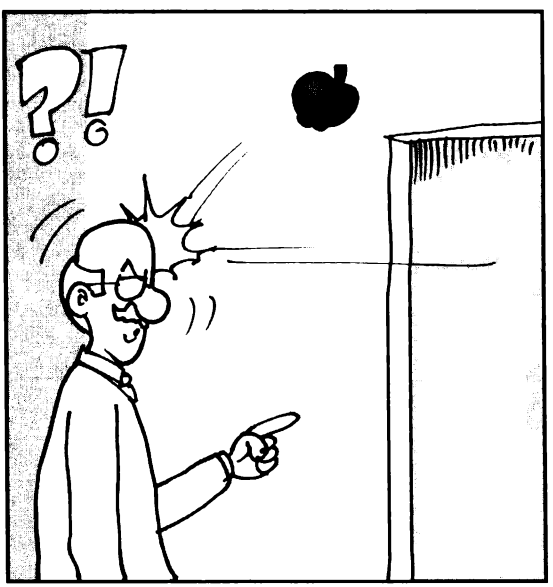
?!

একটা রেস্টুরেন্ট খুলতে চাই। মানুষ নিত্য নতুন খাবার খেতে চায়। অতএব ওটা চাইনিজ কিংবা থাই হবে না। নতুন খাবারের আইডিয়া দে।
হুমম...ইটালিয়ান... মেক্সিকান উহু! মঙ্গোলিয়ান! তুই মঙ্গোলিয়ান খাবারের রেস্টুরেন্ট দিতে পারিস যদি তুই তেমন রাঁধুনি পাস!
আরে রাঁধুনি কোন ব্যাপার না!
ঐ চাইনিজ কিংবা থাই খাবারই বানাব অন্য নামে। মানুষ তো আর মঙ্গোলিয়ান খাবার খায় নি যে সে বুঝতে পারবে!
বাঃ মাত্র সেদিন তোকে আইডিয়াটা দিলাম আর তুই একটা রেস্টুরেন্ট খুলে ফেললি?
কেমন হয়েছে?
Hillol's
তোর সাইনবোর্ড দেখে আমার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বললাম মঙ্গোলিয়ান খাবারের রেস্টুরেন্ট দিতে আর তুই কিনা...
তাই তো করেছি।
কই? লিখেছিস মঙ্গল গ্রহের খাবার।
Hillol's authentic Martian Food
আসল মঙ্গল গ্রহের খাবার

আজ এই মহাদামী রেস্টুরেন্টে এলাম কেন?
Le Halua
FRENCH RESTAURANT
এত দাম হবে তা বুঝতে পারি নি!
একেকটা মেন্যু তো আমার বেতনের সমান।
কম দামী খেতে চান? তাহলে অর্ডার করুন মিনারেল কিংবা ট্যাপ ওয়াটার। কিংবা চাপকল কিংবা বুড়িগঙ্গার পানি।
PIZZA
চুপ!
PIZZA

বেসিক? তুই তোর খর পরিষ্কার করবি না? কতক্ষণ ধরে বলছি অথচ তুই উঠছিস না।
এই এক্ষুণি করছি!
আরে আরে করছ কী? বললাম তো এক্ষুণি...
এক্ষুণিটা ঘটিয়ে দিলাম!
হিল্লোল? নাস্তা খেতে আসছিস না?
বললাম তো আসছি বারবার ডাকছ কেন?
উপস!

সরে যা- না হয় মারব ঘুসি! মারব চাপায় জোরসে ঠুসি!
আমার সাথে মিথ্যা কথা মারব গালে পুরান জুতা! চিনিস আমায় ছাগল ছানা? চিনিস আমায়-ছাগল ছানা..
খুঁচিয়ে তোকে করব কানা!
আচ্ছা... তাহলে এটাই রাগ সঙ্গীত, আমি ভাবতাম অন্যরকম!
একটা রাগ সঙ্গীত শিখেছি। শুনবে?
রাগ সঙ্গীত তুই? গা দেখি!
সরে যা মারব ঘুসি মারব চাপায় জোরসে ঠুসি চিনিস আমায় ছাগল ছানা চিনিস আমায় ছাগল ছানা!
ঠকাস!
বেশ ভাল গেয়েছিস। শুনেই আমার রাগ লেগে গেল।

বুয়া- কথাটা চলকেট না। চকলেট। বলো চকলেট।
চলকেট
বলো চক
লেট!
চকলেট
চক
লেট
চকলেট
চকলেট
চকলেট
চকলেট
চলটেক
চলটেক
চলটেক
এই চলকেটের মত সাধারণ কথাটা বলতে পারছ না?
চলকেটই তো কইতে আছি

ঘেউ ঘেউ! ঘেউ ঘেউ!
ঘেউ ঘেউ
এত ঘেউ ঘেউ হচ্ছে কেন রে?
কিছু না ম্যাডেস্ট! একটু গল্প করছি!
ঘেউ ঘেউ!
ঘেউ ঘেউ ঘেউ (অনুবাদ: একটা কালো কুকুরকে দেখেছ? ওকে কামড়াব।)
ঘেউ ঘেউ! (অনুবাদ: কাঁচা গাব। পাঁকা গাব!
কুইই ক্যাক! (ফাজিল! খালি ফাতরামী করে। আমারে চিনে না! হু!
ঘেউউ! উ উ! (পাখি গাছে পাকা পেঁপে খায়)

শুনলাম তুই না কি কুকুরদের সাথে কথা বলতে পারিস?
রাইট!

তাহলে নেড়ি গুলোকে বল না- আমাদের বাসার বদলে ঐ খাইস্টা খায়েরের বাসার সামনে গিয়ে যেন রাতের বেলা চেঁচামেচি করে।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ!
ঘেউ ঘেউ ঘেউ

ওরা বলল প্রতিরাতে তোমার গালাগালি শুনে ওরা চাঙ্গা থাকে। অতএব না।

মলি? আজ কী স্পেশাল রেঁধেছ? তোমার স্পেশাল খাবারের জন্য পেট চুই চুই করছে!
আজকের স্পেশাল: SPINACH STIR FRY, CHICKEN WITH CHILLI, MASHED POTATO এবং LENTIL SOUP!
সত্যি? জিভে পানি এসে গেল। জলদি দাও!
ওকী! এতা পালং শাক! মুরগীর তরকারী! আলুভর্তা আর ডাল!
অন্য কিছু তো বলি নি!

বেসিক আলী

এটা কী স্যার?
কাজের দক্ষতা বাড়ানোর যন্ত্র।
তুমি এটা পরে কাজ করবে। এটার সাথে একটা কম্পিউটারের যোগাযোগ আছে।
RONGS
কাজে ভুল-ভাল করলেই কম্পিউটার তোমাকে শক মারবে। যাও কাজ শুরু কর।
বানান ভুল হচ্ছে! কম্পিউটার এখন শক দেবে!
বজাজ!
অসম্ভব! এই দাসত্বের চাকরি আমি করি না! আপনি বরং কম্পিউটার দিয়ে কাজ করান!
হা হা... ঐ পুরো যন্ত্রটাই ভুয়া... ঐ ভুল এবং শক দুটোই তোমার কল্পনা। এ হচ্ছে তোমার ওপর আমার নয়া মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা!
!!

এই নাও সুন্দর মিয়া, আজ তোমায় সত্যি সত্যি ১০ টাকা দিলাম!
এক ঠোংগা দশ টাকা!
এক ঠোংগা দিন দেখি!
মস্করা করো? ভিক্ষা ফেরৎ দেই না! না ভাইডি- ঐ ১০ ট্যাকা আমার!
আপনার বসকে আবার বলুন যে আমি আধ ঘণ্টা ধরে বসে আছি।
আরো বসুন স্যার ব্যস্ত!
!
আ-আ আতাউল্লা!
থামুন! এসব কী হচ্ছে?
আপনার বসকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করছি! খামোখা বসে থেকে লাভ কী?

... আর এজন্যই MACRO ECONOMY...INDEX... মুদ্রা স্ফীতি ... বক বক বক ...
E = MC2
... তাই আমি মনে করি আমরা কনজুমার ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেই!
ঘুম ঘুম
হুম! সব ঘুম!
A B C D
E F G H
1 2 3 4
কিছু মনে করিনি কারণ এতক্ষণ আমি যা বলছি তার কোন অর্থ হয় না।

বেসিক আলী

মামুন? স্কুলে যাবি না? জলদি আয়। এক্ষুণি গাড়ি ছেড়ে দেবে।
আসছি! আসছি! এক মিনিট!
একী! আমি দেখি তাড়া হুড়ো করে মায়ের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছি!

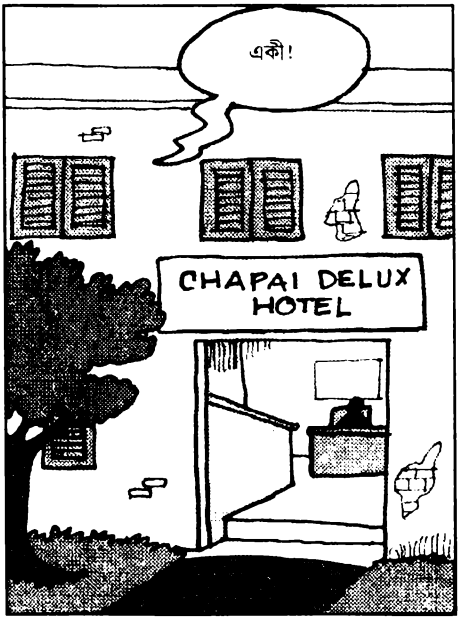
একী!
CHAPAI DELUX HOTEL

হ্যালো রিসেপশন? আপনারা আমাকে একটা ভি-আই-পি রুম দিলেন। এখানে সব ভাঙ্গাচুড়া জিনিস আর তেলাপোকা। এটা কোন ভি-আই-পি রুম হলো?

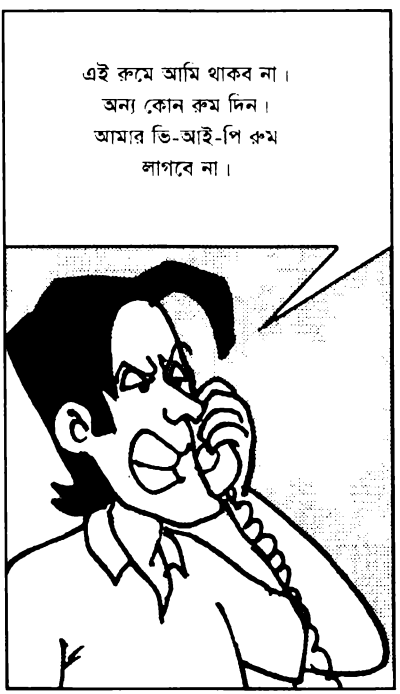
এই রুমে আমি থাকব না। অন্য কোন রুম দিন। আমার ভি-আই-পি রুম লাগবে না।

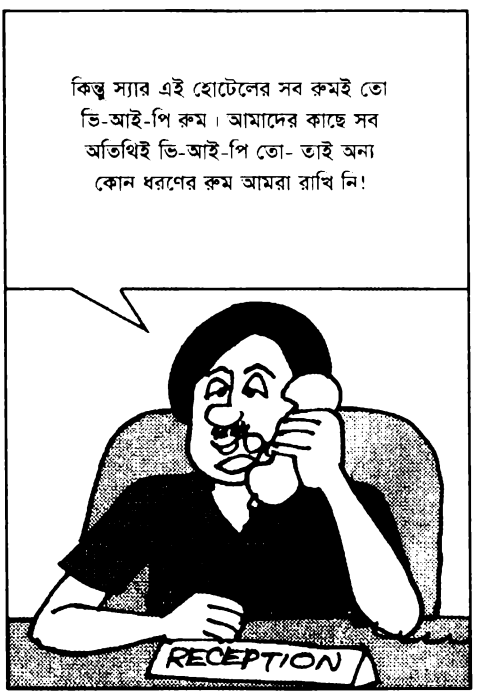
কিন্তু স্যার এই হোটেলের সব রুমই তো ভি-আই-পি রুম। আমাদের কাছে সব অতিথিই ভি-আই-পি তো- তাই অন্য কোন ধরণের রুম আমরা রাখি নি!
RECEPTION

মলি? এই মলি!
আজকে আমি প্রথম একটা ফেইসবুক একাউন্ট খুলেছি। সত্যি?
সত্যি?
কয় বছর মেয়াদী? কত রেখেছ? সুদের হার কত? কাকে নমিনি করেছ?
তোদের মধ্যে কে মলিকে কম্পিউটার-ইন্টারনেট এবং ফেসবুক চালান শেখাবি? টাকা দেব।
আমি! আমি! মাত্র ৫০০০ টাকা নেব।
আমি মাত্র ৪০০০ টাকায় শেখাব!
আমি ৩০০০ এ শেখাব!
ইশ! আরেকটা সন্তান থাকলে নির্ঘাত ২০০০ এ কাজটা করাতে পারতাম!

আজ থেকে শুরু হলো তোমার কম্পিউটার ট্রেনিং ক্লাস! প্রথমে তুমি কম্পিউটার স্টার্ট করো দেখি!
স্টার্ট যে দেব চাবি কই? চাবিটা কোথায় লাগায়?
কী বললি- মলি মাত্র আধ ঘণ্টায় কম্পিউটার আর ইন্টারনেট শিখে গেছে? কীভাবে?
প্রথমে তো আমি হতাশ ছিলাম...
তারপর ম্যাডেস্টকে একটা হীরার অলংকারের ওয়েবসাইটে নিয়ে গেলাম। ব্যাস-উনি সাথে সাথে সব বুঝে গেলেন!
বাঃ! দারুণ তো!
... দাও না তালিব এমন একটা হার। অনলাইনে এর দাম মাত্র ২৫০০ ডলার। দোকানে ৩৫০০!
ঠ্যালা সামলাও
DIAMOND NECKLACE $ 2500

দেখেছেন কারবার? তালিব স্যার এখন একটা ফেসবুক একাউন্ট খুলে আমাকে বন্ধু হবার অনুরোধ করেছে। কী জ্বালাতন!
অসুবিধা কি? বসের সাথে ফেসবুকে বন্ধু হলে খাতির বেড়ে যাবে!
মাথা খারাপ? আমি চাই না উনি আমার সমস্ত বান্ধবীদের খোঁজ পেয়ে যাক। তাই ওনাকে "IGNORE" করছি।
FRACE BOOK
চেয়ারম্যান স্যার আপনার কাছে জানতে চাইছে আপনি ফ্রেসবুকে উনারে ফেরেন্ড করতাছেন না কেন?
এ্যা?
উনারে ফ্রেসবুকে বন্ধু না করলে উনি গুল্লি কইরা ফ্রেসবুক ঝাঝড়া কইরা দিবো!
দরকার হইলে আপনের চারকি খাইব!
আহা-অবশেষে সোহেল আমার বন্ধু রিকোয়েস্ট গ্রহণ করেছে। এবার দেখি ওর মেয়ে বন্ধু কয়টা!
Facebook

বেসিক? আর কতজন? বস মিটিং-এ তোমাকে খুঁজছে! চেয়ারম্যান স্যার খুব অধৈর্য!
GENTS
টক টক
বললাম না বড় বাথরুমে আছি। পাঁচ মিনিট লাগবে!
রিং রিং
আমি চেয়ারম্যান আর আই খান বলছি। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি; নোট নাও!
চেয়ারম্যান স্যার, আমি দুই মিনিটে বাথরুম শেষ করে মিটিং এ এসে কাজটা বুঝে নেই? কারণ এখন নোট নিতে পারছি না!
কী অধৈর্য্য লোকরে বাবা। এক মিনটও তর সইছে না।
এই যে বেসিক। এই ফাইলটা দেখ!

এই রিকসা, পাশের গলিতে যাবেন?
১০ ট্যাকা!
উহ-হু! কী গন্ধ!
ওয়াক! এর চেয়ে বরং আমি দৌড়ে যাই!
গন্ধরাজ
এই রিকসা, পাশের গলিতে যাবেন?
এক দাম ৫০ ট্যাকা।
৫০? না? ঠিক আছে চলেন!
না ভাই যামু না... আপনে মাইর দিবেন!

একী মামুন তুই কী করছিস?
আমার প্লাস্টিকের ফুল গাছে পানি ঢালছি!
আমি তো কোন পানি দেখছি না!
প্লাস্টিকের গাছ তাই মিছে মিছি ঢালছি। নইলে যদি মরে যায়!

তুমি রান্না করো আমি সেটা টিভি প্রোগ্রামের মত করে রেকর্ড করে সেটা টিভিতে পাঠাব।
টিভির ওরা এই রেকডিং দেখে পাগল হয়ে যাবে। কারণ তোমার যেমন ভাল রান্না তেমন আছে গ্ল্যামার। তুমি হয়ে যাবে বাংলাদেশের নাইজেলা!
কী রাঁধব?
প্রথমে ডিম সিদ্ধ করার পদ্ধতি দেখাও। এরপর রং চা। এরপর পাউরুটি টোস্ট।
মাংসটা ভাল করে ধুয়ে এতে আধ পোয়া আদা আর লবণ মাখিয়ে পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন...!
এরপর...
ব্যাং
ওরে শয়তান তুই তোর মায়ের রান্নার শুটিং নষ্ট করছিস! দূর হ!
আমাকে এখানে একটা রোল দিতে হবে!

বাবা তুমি না কী মাকে নিয়ে টিভি প্রোগ্রাম বানাচ্ছ? আমি ওতে ক্লাসিকাল গাইব!
আমি গিটার বাজাব! বন্ধুরা কেউ আসে নি!

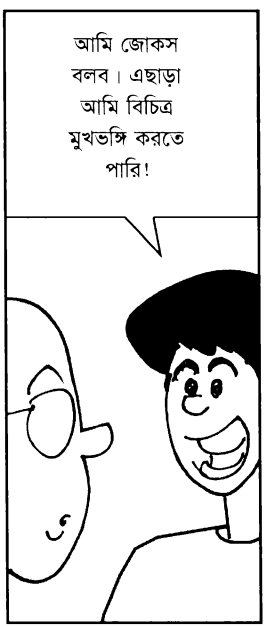
আমি জোকস বলব। এছাড়া আমি বিচিত্র মুখভঙ্গি করতে পারি!

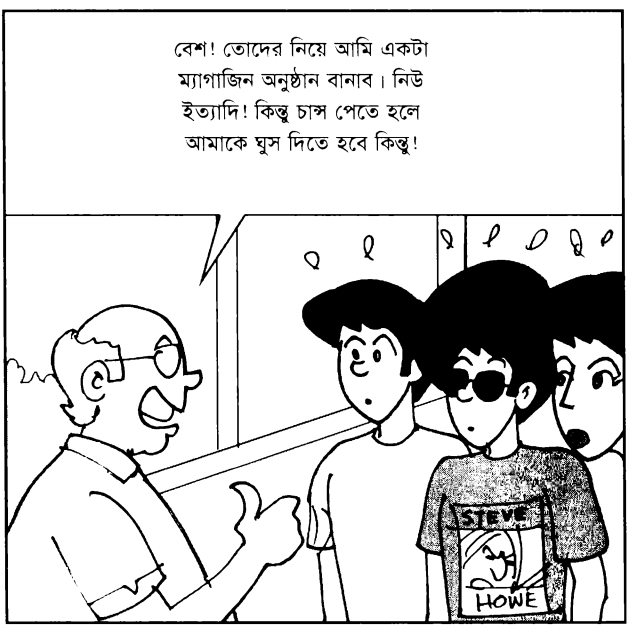
বেশ! তোদের নিয়ে আমি একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বানাব। নিউ ইত্যাদি! কিন্তু চান্স পেতে হলে আমাকে ঘুস দিতে হবে কিন্তু!
STEVE
HOWE

এই ব্যাটা হিল্লোইল্লা আমার ৫০০ টাকা কবে ফেরত দিবি?
বললাম তো কাল দেব!
তুই তো অনেকবারই বললি যে কাল দিবি। সেই কাল তো আর আসে না! এজন্যই আমি কাউকে ধার দেই না!
ধার নিয়েছি দু ঘণ্টা আগে। এর মধ্যে পাঁচবার তোকে বলতে হয়েছে কাল দেব। এজন্যই তোর থেকে ধার নিতে ইচ্ছে হয় না!
কী চাস হাইজাকার বেসিক?
আমার ৫০০ টাকা এক্ষুণি ফেরত দে। না হয় মারব গুলি!
বলেছি তো কাল দেব!
গুলি খা!
উব্বু! উব্বু! শীত লাগে

কখনো ভেবে দেখেছিস বিদ্যুৎ না থাকলে আমাদের কী হতো?
কী আর? বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে কি মানুষ বেঁচে ছিল না?
তা ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা টিভি দেখতাম কী করে?
এটা কোন সমস্যা?
আমরা তখন মোম জ্বালিয়ে টিভি দেখতাম!
যদিও ব্যাপারগুলো বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি কিন্তু আমি এখনো ওটা বুঝি না!
কী জিনিস?
টিভি! বল দেখি, কী করে আসলে আমরা টিভিতে ছবি দেখি?
এটা কোন ব্যাপার?
এই যে রিমোট কন্ট্রোলে পাওয়ার বাটন টিপ দিলেই টিভিতে ছবি দেখতে পাবি!

অনিক তুমি জানো যে রেবেকা তোমাকে খুব পছন্দ করে? তুমি যদি ওকে এক্ষুণি গিয়ে বলো তাকে তুমি ভালবাসো সে তোমার হয়ে যাবে। তবে মনে রেখ তুমি খুব জোরে কথা বলো।
সত্যি? ও আমাকে...
আস্তে! ওর কাছে আস্তে প্রেম নিবেদন করতে হবে।
আচ্ছা
রে-বে-কা, আ-মি তো-মা-য় ভা-ল-বা-সি!

(অস্বাভাবিক জোরে) রে-বে-কা, আ-মি-তো-মা-য়-ভা-ল-বা-সি!
ফিস ফিস ফিস ফিস
এ্যা?
ফিস ফিস
কী বল শুনি না। কানে কানে বলো
আমি তোমাকে ভালবাসি না অনিক!
অনিককে দিয়ে আমাকে কে প্রেম নিবেদন করিয়েছে তা আমি জানি!
সারা জীবন আমিই ছেলেদের অপছন্দ করেছি এর উল্টোটা আমি হতে দেব না
আমি জানি তুমি ডেস্কের নীচে লুকিয়ে আছ বেসিক!
পানি খা!
!!

কম্পিউটারটা ছাড় না বাবা। আমি লেটেস্ট যুদ্ধের গেম call of duty খেলব।
ভাগ! তুই আর কী যুদ্ধের খেলা খেলবি- আমি এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের খেলা খেলছি।
তাই না কি?
এই খেলায় হাতি ঘোড়া সৈন্য মরে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার লক্ষ কুচক্রী মন্ত্রীকে হত্যা করে শত্রু রাজ্য দখল করা।
আমিও খেলব! আমিও!
দাবা? তুমি কম্পিউটারে দাবা খেলছ? ছ্যাহ!
লুডু? না-না ওসব বোকা খেলা খেলি না। যাও দাবা নিয়ে এসা। তোমাকে আমার মস্তিষ্কের ক্ষমতা দেখাই।
হু হু!
এসব বিরক্তিকর সময় নষ্টকারি খেলার কোন মানে নেই। যাও লুডু নিয়ে এসো!
মাত্র পাঁচ মিনিটে চেক মেট হয়ে গেলে হে ইন্টেলেকচুয়াল!

হুমম!
এই ফ্রেমে মালিকে কি দারুণ লাগছে... মনে হচ্ছে এ যেন সত্যি সত্যি মলি! আমার বিশ্ব সুন্দরী বউ!
আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?
আর এক মিনিট! তোমাকে একদম ছবির মত সুন্দর লাগছে!
এক সেকেণ্ড! এহ... এহ...
আরে মিয়া জলদি...
এ... এহ এহ
থ্রিয়াটেটা
আরে? ব্যাটা গেল কই?

ছোটবেলা আমি আমার ঘর গোছাতে রাজী না হলে মা আমাকে কি শাস্তি দিতেন, জানিস?
এ্যা?
DREAM THEATER
উনি এটা করতেন!
?!
ভুম!
আরে আমি তো বলি নি যে আমি ঘর গোছাব না!
জানি কিন্তু ঐ শাস্তিটা দিয়ে মা কত মজা পেত তা বহুদিন ধরে দেখার ইচ্ছা ছিল!
মশা মারার জন্য এই ইলেক্ট্রিক র‍্যাকেট নিয়ে এলাম!
আরে এটাই তো খুঁজছিলাম!
!?
আজ আমার খেলায় আগুন ঝড়বে!

গত কয় দিন ধরে অনবরত কী সব লিখছেন দেলোয়ার ভাই?
অর্থনীতি নিয়ে জনপ্রিয় স্টাইলে বই লিখছি। এটা নিশ্চিত সুপার হিট হবে।
হা হা... অর্থনীতি নিয়ে বই সবাই কিনবে কেন?
কারণ আমার বইয়ের নাম দিয়েছি "অর্থনীতির গোপন কথা"!

জ্বী, চেয়ারম্যান সাহেব ওনার সুইমিংপুলে সাঁতরাচ্ছেন। আপনাকে সেখানে যেতে বলেছেন।

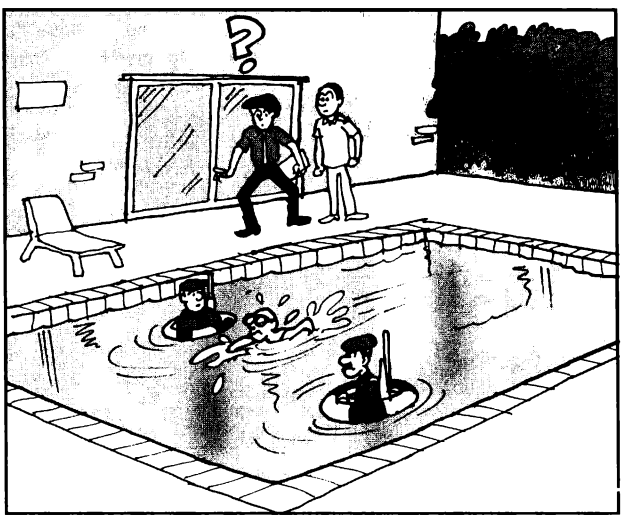

স্যার যদিও সাঁতরাতে পারেন- তবু উনি আবার পানি ভয় পান বলে সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে নামেন।

আমার ভাইয়া সন্দেহ করে যে আমি তোমার সাথে প্রেম করছি। যদিও সেটা মিথ্যে-কিন্তু ও যদি তোমাকে হাতে নাতে ধরে, তাহলে খবর আছে!
আরে মনসুর ভাই কি করবে? সে তো এক আত্মভোলা নিরীহ এক আর্কিটেক্ট!
আমি মোটেও নিরীহ নই!
চেংগু ছোড়া! এক দিকে আমার বোনের সাথে প্রেম করিস আর অন্যদিকে আমাকে আত্মভোলা আর্কিটেক্ট বলিস! দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!
হা হা ধরে ফেলেছি! আমার সাথে শয়তানি?
...আচ্ছা, তোমাকে যেন কেন ধরেছি? একটু মনে করিয়ে দাও তো!
আমার চুল দেখে আপনি ক্ষিপ্ত!

কাল আমার বার্থডে। চাচ্চু-চাচী তোমরা কিন্তু আমার বার্থডেতে উপযুক্ত পোশাক পরে আসবে।
অবশ্যই!
আমার পার্টির একটা THEME আছে। সেই থীম অনুযায়ী পোশাক পরতে হবে কিন্তু!
অবশ্যই!

থীম? ও কী সব বলছে!
হু! ওর পার্টিতে সুপার হিরো সেজে যেতে হবে, যাও এবার ব্যাটম্যান সেজে প্যান্টের বাইরে আন্ডার ওয়্যার পরো!

হ্যারে ম্যাজিক, মামুনের "থীম পার্টিতে" তুই কোন সুপার হিরো সাজছিস?

আমি বজ্রদেবতা থর সেজেছি।

আমি ব্যাটম্যান হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই মুখোশটা পরতে পারছি না!

চাচী, নেচার আপু, ভাইয়ারা তোমরা সুপার হিরোর পোশাক পরে আমার পার্টিতে এসোছ বলে আমি খুশি। কিন্তু চাচা কই? চাচ্চু ছড়া কেক কাটব না!
ইয়ে মামুন, তোমার চাচার শরীরে কোন সুপার হিরোর পোশাক লাগছে না। ও আসবে না।
চিন্তা নেই-আমি ইনক্রেডিবল হাল্ক সেজে এসেছি।
আমার খালি গায়ে হাল্ক সাজা দেখ মামুন আমাকে সুপার হিরো সাজা থেকে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু তুমি এটা কি সেজেছ মলি?
কেন? SUPER GIRL!
HAPPY BIRTHDA
MAMUN
সুপার গার্ল? দেখে মনে হচ্ছে সুপার আন্টি! সুপার খালাম্মা হা হা হা হা...
আর এখন তোমাকে দেখাচ্ছে সুপার ভুতুম! হি হি হি হি...

একদম শেষ করে ফেলব!
ম্যাজিক!
না! আমাকে ছেড়ে দাও! ওদের আমি STAB করব!
থাম!
ওরা আমাকে সারারাত কামড়াবে আর আমি থামব? না! আমি সব কটা মশা ব্যাক্তিগতভাবে হত্যা করব!

ধেত্তের মশা!
?
এ হচ্ছে আমার.. (খুক খুক) মোবাইল মশা তাড়ানোর সিস্টেম.. (খুকর খুকুর)
টেকা ছাড়েন!
?
আপা একটু রাস্তাটা পার করে দেবেন?
দূরো! আন্ধা!

মেয়র পদে ছুগির ভাইকে নির্বাচিত করুন
প্রচারে ছুগির
মেয়র পদে ছুগির ভাইকে ভোট দিন
ছুগির পদে মেয়র ভাইকে ভোট দিন
বটে! আমাদের দেয়ালে প্রচার?
ভোতন ভাইকে ব্যাট মার্কায় ভোট দিন
!
এখন শান্তি লাগছে!
ভোতন ভাইকে বোতল মার্কায় ভোট দিন

গরীব মাইনসেরে করো দান
বাইড়ে যাইবে মান সম্মান আরো
বাড়বে গিয়ান বিগগিয়ান!
!
এক মিনিট
দাঁড়ান!
হ্যা! আবার শুরু করেন। আমি
গিটার বাজাই!
গরীব মাইনসেরে করো দান
দানে বাড়বো মান সম্মান!
আরো বাড়বো গিয়ান
ক্যাং!
ক্যাং
ও ভাইয়া তুমি আমাগো ভিক্কুক
দলে যোগ দেও। তোমরা লগে
ভিক্কা করলে লাভ!

বাবা আমাকে ৫০০০ টাকা দেবে?
না!
তাহলে একটা আই-প্যাড কিনে দাও না?
না!
আমি যদি বিকেলে এক ঘণ্টার জন্য তোমার গাড়ি নেই, তাহলে নিশ্চয় বাধা দেবে, না?
না!
ধন্যবাদ!
তোমার বাবার গাড়িতে চড়ে আইসক্রিম খেতে যাচ্ছি ব্যাপারটা বেশ ভয়ের তার ওপর তুমি চালাচ্ছ!
হাহা... ভয় নেই! আমি দুর্দান্ত গাড়ি চালাই! চিন্তা নেই.. হেতু তোমাকে দারুণ সুন্দর লাগছে!
ধুত্তোর এই এক্সিডেন্টের জন্য তুমি দায়ি। তুমি কেন এত সেজেছ। এ্যা?

আরে সায়মা আয় আয়! আমেরিকা থেকে এসে সেই যে শ্বশুরবাড়ী গেলি এতদিন পর মনে হলো আমাদের কথা?
শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব শেষ! এবার তোমার বাসায় থাকব বলে চলে এলাম ভাইয়া।
তোরা শারীরিকভাবে এখানে এলেও তোদের মন নিশ্চয় নিউইয়র্কে পড়ে আছে?
ঠিক বলেছ। অনেক কাজ ফেলে এসেছি। কিন্তু কিভাবে বুঝলে?
নিউইয়র্কে এখন বিকেল ৩টা, সুন্দর সময়, আয় তোদের শোবার ব্যবস্থা করি।
মিঠু-মন্টি-তোমরা দেখি খাচ্ছ না। আরে লজ্জা কিসের? এটা তোমাদের মামা বাড়ি, এটা নিজেদের বাড়ি মনে করে খাও।
নচ্ছাড়!
জ্বী মামি!
USA
চকাশ
চাকুম
USA
ম্যাডেস্ট ওরা নিজেদের বাড়ি মনে করে সব খাবার শেষ করে দিয়েছে!

ম্যাডেস্ট তুমি না কি তোমার নচ্ছাড় দুই ভাগ্নেকে বলেছ এই বাসাকে নিজেদের বাসা মনে করে থাকতে?
হ্যাঁ কিন্তু ওদের নচ্ছাড় বলিস কেন?

ওরা নিজেদের বাসায় কিভাবে থাকে তা একটু দেখে যাও!

আসি খালা ...
FACE BOOK
NATURE ALI
ফেসবুকে নেচার আপাকে পঁচাচ্ছি! হি হি হি হি
কিছুক্ষণ পর
এ্যাঁ? ফারিসা তোকে কে বলেছে আমি ৩দিন ধরে গোছল না করায় গা দিয়ে গন্ধ বের হচ্ছে? আমি? আমি কেন এমন মিথ্যা বলব? আশ্চর্য!
একী! আমি কখন ফেসবুকে নিজের স্ট্যাটাসে লিখলাম যে ৩ দিন ধরে গোছল করি না?
মা? মামা বাড়িতে যথেষ্ট হয়েছে, এবার চলো দাদা বাড়ি ফিরে যাই!
হ্যাঁ, ম্যাজিক-মামুন অত্যন্ত জ্বালাতন করছে। পাজী!
শয়তানের জোড়া! তোদের চেয়ে পাজী কেউ নেই। ম্যাজিক-মামুন নিয়ে অযথা মিথ্যা অভিযোগ করবি না।
মাকে কীভাবে বোঝাই যে ম্যাজিক-মামুনের হেভী মেটাল ভয়ংকর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে?
এ্যাএ্যা!
ভ্যাএএ!
প্যা প্যা!

আমি তোকে বিনামূল্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাওয়া শেখাব যদি তুই আমাকে ওস্তাদ মানিস!
জ্বী, ওস্তাদ ম্যাজিক আলী।
আচ্ছা ওস্তাদ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে কি বোঝায়?
এ হচ্ছে উচ্চ+অঙ্গ অর্থাৎ শরীরে উপর অংশ যেমন মুখ দিয়ে যে গান হয় সেটা হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।
না! নিম্নাঙ্গ সঙ্গীত বলে কিছু নেই!
আ-আ-হ!!
খবদ্দার ম্যাজিক!
আরে আমি ওকে মারছি না। মামুন একটু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইবার চেষ্টা করছে!
এ এ এ
এ এ এ

আমার কবিতাটি নীরিক্ষাধর্মী এর নাম "চলো যাই" যারা সনাতনী কবিতা পছন্দ করেন তারা হয়ত বিরক্ত হবেন।
না। আমার বিরক্ত হবো না। আমরা আধুনিক। আমরা নীরিক্ষাধর্মী কবিতা শুনতে চাই।
এই কবিতার মাধ্যমে আমি সবাইকে কোথাও যেন চলে যেতে আহ্বান করছি কিন্তু কে? পড়ছি...
...অই কাকা, আয় যাইগা। ... অই কাকা, আয় যাইগা। আরে যাবি কই? আরে ব্যাটা যাবি কই?
..অই কাকা, আয় যাইগা! অই কাকা যাইগা কেমন লাগল আমার নীরিক্ষাধর্মী কবিতা?
এ্যাঁ?
চোর! ব্যাটা চোর! ঐ কবিতা সে আমার গান থেকে চুরি করেছে। এটা আমি লিখেছি!
বটে? তুই সেই নরাধম? মার ফক্করটাকে!!
মার! মার!!

তোর কথায় কেন যে এই গ্রামের ভাঙ্গা সিনেমা হলটায় ঢুকলাম! গন্ধে মরে যাচ্ছি।
আরে এটাই তো মজা!
কমপ্লেইন বাদ দিয়ে ঐ দ্যাখ বৃষ্টিতে নায়িকা নাচছে!
বৃষ্টিটা একদম থ্রি-ডি!

৫০০ ট্যাকা দিয়া যা!

আশ্চর্য! এতো একটা কথা বলা কাক! আবার টাকা চাইছে!

কাউয়ায় না- আমি, আমারে ট্যাকা দে!

আপনি মানুষ!? আশ্চর্য! আপনার পাশে একটা সাইনবোর্ডে লেখা থাকা উচিত যে আপনি একটা মানুষ!

আপনি যে একটা মানুষ এটা যাতে অন্যেরা বুঝতে পারে এজন্য এই সাইন বোর্ডটা বানিয়ে দিলাম!
হ! হ!

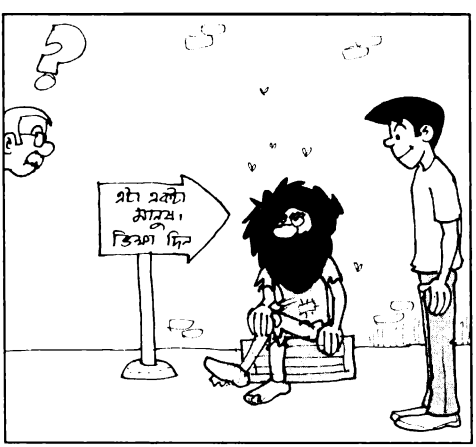
এটা একটা মানুষ। ভিক্ষা দিন

আপনি যে একটা মানুষ তা লেখা না থাকলে মনে করতাম আপনি একটা কার্টুন চরিত্র। এই নিন ভিক্ষা!

দোস্ত তোর গলার ADAM'S APPLE ঢোক গেলার সাথে সাথে যেভাবে ওঠা নামা করে তা আমি অন্য কাজে লাগাতে পারি।
কীভাবে?

এই বিশেষ বড়শিটা তোর গলায় বেঁধে নে। এই বড়শি হাত দিয়ে ধরে থাকতে হবে না।
?

মাছ বড়শিতে ঠোকর দিলে কেবল ঢোক গিলবি দেখবি বড়শিটা লাফিয়ে উঠে গেছে।
!

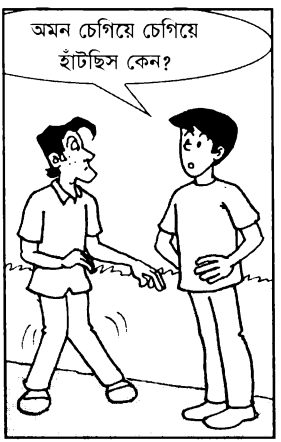
অমন চেগিয়ে চেগিয়ে হাঁটছিস কেন?

আমার দু-পা দু-দিকে চলে যেতে চাইছে কেন তা জানি না।

তুই ডান পায়ের জুতো বাম পায়ে আর বামের টা ডান পায়ে পরে হাঁটছিস!

না, হাল ছাড়লে চলবে না। এই অংক তোকে করতেই হবে। কোন বিখ্যাত লোক কখনো হাল ছাড়ে না।
তুই না বিখ্যাত হতে চাস? জানিস ঈশ্বরচন্দ্র কখনো হাল ছাড়ে নি?
রবীন্দ্রনাথ ও তাই। শামীম খান কী করত?
শামীম? সে আবার কে?
তাকে তুই চিনিস না। কারন শামীম সব সময় হাল ছেড়ে দিত। তাকে কেউ চেনে না!
মামুন তুই আউট!
মোটেও না চোর। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তুমি হঠাৎ বল মেরেছ। চোর! এক দম চোর!
তুই চোর। আউট হয়েও চোট্টামি যুক্তি দিয়ে খেলতে চাইছিস! চোরের মায়ের বড় গলা!
কী?
আমি চোরের মায়ের বড়গলা হলে তোমার অবস্থা– "ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি রবীন্দ্রনাথ!"

উ: কী পঁচা গন্ধ! কী কবর দিলি? মরা মুরগী? চিকা? কবুতর না অন্য কিছু?
না রে, আমার পুরান জুতো জোড়া কবর দিলাম... বেশি গন্ধ হয়ে গিয়েছিল!
?
ভাইয়া তোমার গ্যান্ধ্যা পুরন জুতো যেখাসে কবর দিয়েছিলে, সেখান থেকে কে যেন সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।
বলিস কী? অমন জঘন্য গন্ধওয়ালা জুতা চুরি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না।
চোর পেয়ে গেছি ভাইয়া... তবে সেটা আসলেই মানুষ নয়!
ওয়াক থু! ওয়াক থু!

ছোটবেলায় এরকম রেললাইনের ওপর আট আনা পয়সা রেখে দিতাম। ওটার ওপর দিয়ে ট্রেন চলে গেলে দেখতাম পয়সাটা কত চ্যাপ্টা হয়ে গেল।
একটা ট্রেনের চাপে পয়সাটা বড় হয়ে যেতে দেখে খুব মজা পেতাম যদিও ব্যাপারটা খুব ফালতু!
আমিও করব!
একী? তুই দশটাকার নোট দিয়ে কী করছিস?
পয়সা নেই মানে? পয়সা ছাড়া টস হবে না। আর টস না করে খেললে প্রথমে আমাকে ব্যাটিং দিতে হবে- কারণ এটা আমার ব্যাট।
তাহলে অন্য কিছু দিয়ে টস করি?
মামুন চিৎ হয়ে পড়লে আমি ব্যাটিং-উপুড় হয়ে পড়লে তুই। ঠিক আছে?

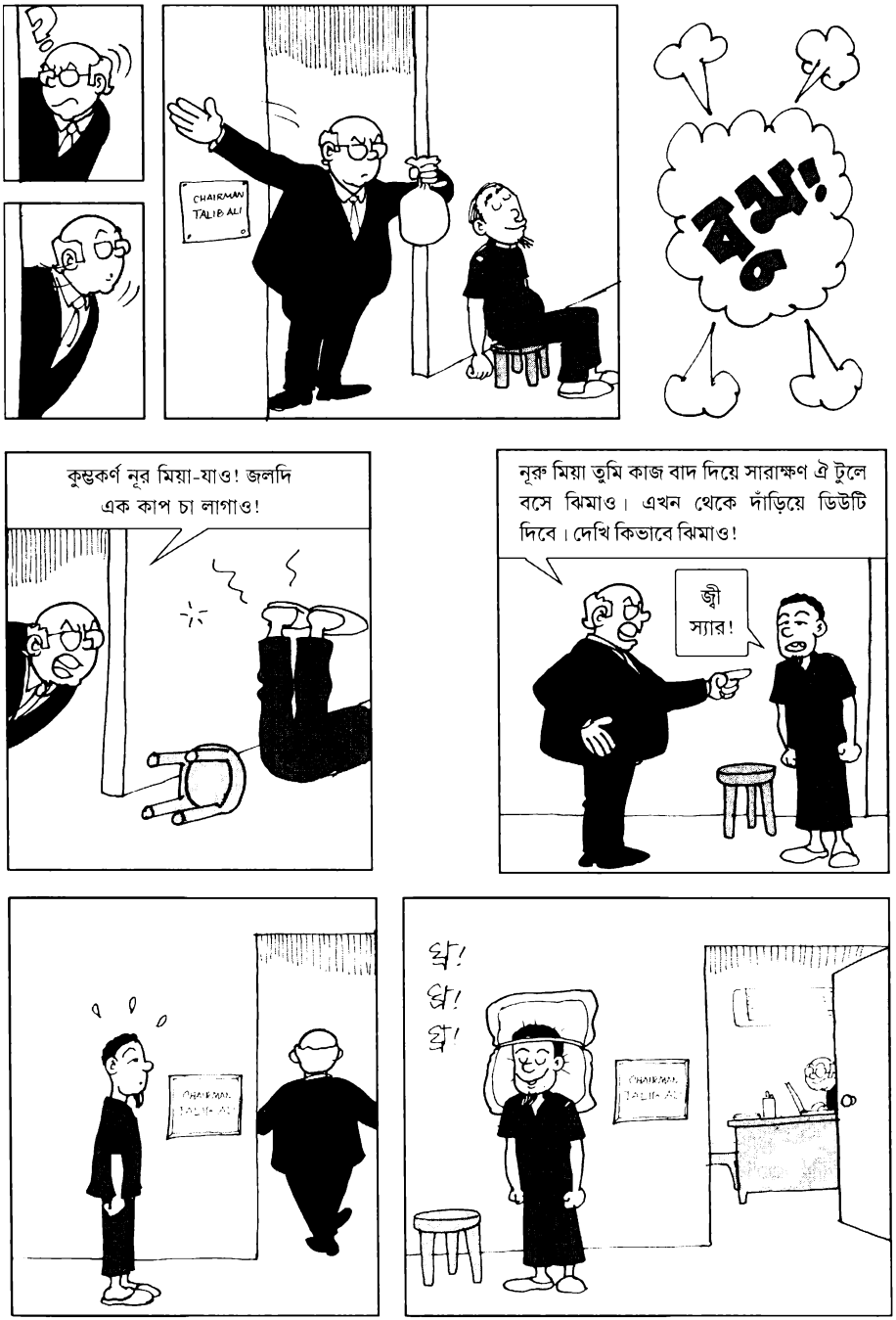
CHAIRMAN TALIB ALI
ঝুম!
কুম্ভকর্ণ নূর মিয়া-যাও! জলদি এক কাপ চা লাগাও!
নূরু মিয়া তুমি কাজ বাদ দিয়ে সারাক্ষণ ঐ টুলে বসে ঝিমাও। এখন থেকে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিবে। দেখি কিভাবে ঝিমাও!
জ্বী স্যার!
ঘ্র! ঘ্র! ঘ্র!

!!
?!!
আজ একটা ছুটির দিন তুই সারাদিন সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দিলি। এটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। না কী?
এক মিনিট!
VITAMIN
দুটো ভিটামিন খেয়ে নিয়েছি। এখন আর অসুবিধা নেই!

আমার ঘরে টম ক্রুজের পোস্টার কেন? কারণ টমকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি!
Tom Cruise
টম ক্রুজকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসি!
Tom Cruise
বেসিক!
তো কেমন লাগছে?
অন্য রকম। খুব ভাল সেদ্ধ হয়েছে। নরম। আমি আগে কখনো মিষ্টি মাংস খাইনি। এটা খুব দারুণ...
মিষ্টি মাংস?
ওয়ায়া...!
মাংস না বাবা, ও ওটা পুডিং বানিয়েছিল!
?!

মামুন, তোমার লাইভ টক শো শুরু করার আগে আমার চেয়ারটা পাল্টে দাও। এটা নড় বড়ে।
সরি তালিব ভাই সময় নেই। একটু সামলে বসুন।
বাংলা ভিডি টক শো
দর্শক মণ্ডলী, আমাদের আজ রাতের টক শোতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী দেশের অর্থনীতি নিয়ে কথা বলবেন। আচ্ছা তালিব ভাই, দেশের...
ড্যাং!
...দেশের অর্থনীতি আমার মতই ধরাশায়ী। অর্থনীতি এবং আমাকে টেনে ওঠান দরকার!
আমরা পত্রিকায় সংবাদ দেখলাম যে ইদানিং ট্রেনে অনেক যাত্রীদের চাপ। এর মধ্যে অনেকে মই দিয়ে ট্রেনে উঠেছে। কী মনে করেন আপনি?
বাংলা ভিডি টক শো
চমৎকার। ছোটবেলা আমরাই বই নিয়ে ট্রেনে উঠতাম সময়টা দ্রুত কেটে যেত।
তালিব ভাই বই না, মই! মই!
হ্যাঁ, তাইতো, বই পড়া ভাল অভ্যাস, আগে স্টেশনে ভাল ভাল বই পাওয়া যেত, এখন...
মই! মই!
মই? ও আচ্ছা... আশ্চর্য মই নিয়ে লোকে ট্রেনের মধ্যে সময় কাটায় কী করে? এ কী ধরনের কারবার?

তুই যে এত কথায় চাপা মারিস– এতে লাভ কী? মিথ্যে কথা বলে কেউ কোন দিন লাভ করে?
আমি চাপাবাজী করি মজা করার জন্য। মিথ্যে না। মিথ্যে বলে আমার চাচা। তার মতে মিথ্যে বললে অনেক লাভ।
যেমন-
একবার সে কোর্টে মিথ্যে কথা বলে মামলায় জিতে গিয়েছিল!
দোস্ত, আমি তোর মানিব্যাগের খোঁজ দিতে পারলে কি দিবি?
এ্যাঁ? মানি ব্যাগ? তুই যা খেতে চাস তাই দেব!
আমি তো টেরই পাই নি মানিব্যাগটা কোথায় ফেলে এসেছি... কোথায়? কোথায়?
তোর প্যান্টের ব্যাক পকেটে ডান পাশে!...
চল দোস্ত, রহমানিয়া হোটেলের নান-কাবাব খাওয়াবি!

বেসিক আলী

এভাবে আর কত দিন সোহেল? প্রতিদিন তোমার একই কাহিনী। এখন তোমার কাজ দিয়ে গন্ধ বের হচ্ছে। তুমি কী কখনো পাল্টাবে না?
সরি স্যার, এক মিনিট।
?!
শার্টটা পাল্টে আসলাম, আসলেই স্যার অনেক গন্ধ বের হচ্ছিল!
আমি ফল চোরদের জন্য তোমাকে সাইন বোর্ড লাগাতে বলেছি-আর তুমি এটা কী সাইন বোর্ড লাগালে?
ক্যান স্যার?
নারকেল গাছে সাইন বোর্ড লাগিয়েছো "লিচু পারা নিষেধ।" এর মানে কী?
লেচু পাড়া নিষেদ
ম্যাইনে স্যার ভুলে যদি এই নারকোল গাছে লেচু ধরে হেইডা পারা উচিত হইবো না।
লেচু পাড়া নিষেদ

ম্যাজিক সোনা তুই না মামুনের প্রাইভেট টিউটর? ওতো পড়াশুনা করেই না। সারাদিন শুধু কম্পিউটার গেম "কল অফ ডিউটি" খেলে। ওকে থামা।
DUKUR KUKUR
তো তুই কেমন কম্পিউটার শিখছিস? কাল "কল অফ ডিউটির" ওপর পরীক্ষা নেব। এগুলো শিখে আসবি: এই গেমের নায়কের নাম কী? ভিলেন কে? এই গেমে কোন কোন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে?
DUKUR KUKUR
এ্যাঁ? শিখতে হবে?
এই গেম কে বানিয়েছে? এতে কত র‍্যাম লাগে?
আমি কল অফ ডিউটি ঘৃণা করি!

চাচা! চাচা! গেটের কাছে দুটো রংবাজ তোমার খোঁজ করছে!
রংবাজ? আমাকে চায় কত বড় সাহস!
হ্যাঁ! ওরা অনেক কিছু নিয়ে এসেছে!
সালাম স্যার। আমরা রং মিস্তিরি, আমাগো খবর দিচ্ছিলেন, স্যার?

দোস্ত ৫০০ টাকা ধার দে। একটু ডাক্তার দেখাব।
দিচ্ছি, কিন্তু তোর আবার কী হলো? ডাক্তার কেন?
ডাক্তার
রহমানিয়া হোটেল
আর বলিস না, ইদানিং সব কিছু ভুলে যাই।
এ আর কী? আমিও তো সব কিছু ভুলে যাই।
মনে করে আমার টাকা কাল ফেরত দিস কিন্তু!
টাকা কিসের টাকা? কোন টাকা?
তাই তো, কোন টাকার কথা বলছি? কিসের টাকা?
ভাই আমার নাম বেসিক, আপনি?
তুই ইদানিং প্রায়শই মিথ্যা বলে আমার থেকে ধার নিস। তারপর এই রহমানিয়া হোটেলে বসে কাবাব-নান গিলিস!
আগে খেয়ে নে, পরে ঝাড়িস!
চাকুম!
তো আজ কী মিথ্যা কথা বলে টাকা ধার নিয়েছি?
ধেত্তেরী! দ্যাখ কেমন ভুলে গিয়েছিলাম। দে আরো ৫০০ টাকা ধার। ডাক্তার দেখাই!
চুকুম!
তুই নাকি সব কিছু ভুলে যাস তাই ডাক্তার দেখাতে টাকা চেয়েছিলি।

তোমার মাথা কাটলো কী করে?
রাস্তায় একটা কুকুরকে গাড়ি চাপা থেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পরে ছিলাম! তখন আঘাত লেগেছিল!
আহারে বেচারা! তুমি কত সুইট... একটা অবলা প্রাণীকে বাঁচিয়েছ!
আসলে ভাইয়া চেয়ারে বসে ঝিমাতে ঝিমাতে মাটিতে পারে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে!
তবে রে মিথ্যুক শয়তান।
ভাইয়া চেয়ারে বসে ঝিমাতে ঝিমাতে মাটিতে পরে মাথা ফাটিয়েছে!
মোটেও না। একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে এটা হয়েছে।
বেসিক তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যে বলবে না।
আমি সত্যিই একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।
লাফ দিয়ে যখন রাস্তায় পড়েছি ওমনি ঘুম ভেঙে গেল... দেখলাম আমি বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছি!

দোস্ত হেল্প! আমাকে এক্ষুণি মতিঝিল যেতে হবে। সবচেয়ে দ্রুত কী করে যাওয়া যায়?

সবচেয়ে ভাল হলো একটা সি. এন. জি নিয়ে নে। ট্রাফিক জ্যামের ভেতর দিয়ে ফুট-ফাট দ্রুত যেতে পারবি!

আরে! আরে!

শুনলাম তুমি না কি ম্যাজিক শিখছ? ম্যাজিক তো ভুয়া... চোখকে ফাঁকি দেয়ার বিদ্যা।
ভূয়া? দেখবি এই জাদুর কাঠি দিয়ে কেমন তোকে ব্যাঙ বানিয়ে দেই? আমি এটা দিয়ে সব পারি!
ভুয়া! হা হা!
ই ই! মাকড়শা!
না আ আ আ ভাইয়া আ আ..!
অমন পাগলের মত দৌড়ে কোথায় যাচ্ছিস, মামুন?
ম্যাজিক ভাইয়া জাদু করে তোমাকে মাকড়শা বানিয়ে দিয়েছিল। আমি ভুলে তোমাকে চ্যাপ্টা করে দিয়েছি আমি খুনী!
হা: হা: এই তো আমি!
ভুত! ভুত!

আমি এখন জাদু দিয়ে মামুনকে ব্যাঙ বানিয়ে ফেলব। হিং টিং ছট!

দুর্দান্ত!
অবিশ্বাস্য!!

আমি ব্যাঙ হয়ে গেছি? কই আমাকে তো এখনো মানুষের মত লাগছে!
দেখো ভাইয়া। ব্যাঙটা কেমন ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ করছে!

ম্যাজিক? এই ম্যাজিক! এদিকে আয়
আমি এখন ব্যস্ত, কী চাও এখানে এসে বলো!
এ দিকে না এলে খুন করে ফেলব!
তাহলে এখানে এসে খুন করো, আমি নড়ব না।
তিন গোনার মধ্যে না হলে যুদ্ধ হবে।
হোক!
এই নে রিমোট। এই ঝগড়া বন্ধ কর।
না। এটা ম্যাজিক এসে আমাকে দেবে। তুমি না!
?
?
এসব হচ্ছেটা কী?
ম্যাজিকের সাথে যুদ্ধ!

খালা আপনাকে ফোন করলাম এটা জানাতে যে আজ দুপুরে বেসিক আমার বাসায় ডাল-ভাত খাবে আর একসাথে ক্রিকেট দেখবে টিভিতে।
অসুবিধা নেই। আমি বেসিকের রাতের খাবারের জন্য তাহলে কাচ্চী বিরিয়ানী আর চিংড়ি মালাইকারী তুলে রাখছি। আমরাও ক্রিকেট দেখছি তো...
জলদি চল তোর বাসায়ই আমরা দুপুরে খাব!
বাঃ কোথা থেকে এই বিরিয়ানীর গন্ধ আসছে?
বিরিয়ানী না রে, ঘি! আমি শেভ করে আফটার শেভের বদলে গালে ঘি লাগিয়েছি। এই দ্যাখ আমার চামড়া কত মসৃন আর ফর্সা লাগছে!
উমম! তাই তো!
ফটাশ!
সুস্বাদুও... মম!

তুই বলতে চাচ্ছিস যে তুই একা থাকিস এবং সারা রাত দরজা খোলা থাকে? কেন চুরি ডাকাতি হয় না?

একবার একটা চোর ভুল করে এসেছিল। কিন্তু সে আত্মসমার্পণ করে পালিয়ে বেঁচেছে!
বলিস কী?

আমার পোষা তেলাপোকা বাহিনীকে তাচ্ছিল্য করে দেখিস না। এই ঘরে হাজার পাঁচেক তেলু আছে!

তুই আমাকে ভুল বুঝিস না রাব্বী, তোর মত একা থাকা বন্ধুর সাথে আড্ডা জমে ঠিকই...

কিন্তু তোর বাসায় খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।
কেন? এ খাবার আমি নিজে রেঁধেছি।

তোর ভাতে ঐ দেখা যায় তেলাপোকা। কী জঘন্য।

একটা তেলাপোকাকে এত ঘৃণা? ছি:! তেলাপোকা কী মানুষ নয়?

গতকাল নরসিংদী যেতে যেতে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। যত কৃষিজমি আছে সবগুলোর ওপর সাইনবোর্ড: অমুক সিটি, তমুক হাউজিং। যেন কৃষিজমির এদেশের দরকার নেই। এদেশের ভবিষ্যৎ কী?
ওরা নদী খাল, পাহাড় সমুদ্র সব খেয়ে ফেলছে সব কিছুতে হাউজিং। এভাবে চলতে থাকলে ২৫ বছর পর দেশটার চেহারা কী হবে?
সমগ্র বাংলাদেশ হাউজিং!

বেসিক আলী

বাঃ স্বাস্থ্যসম্মত চটপটির দোকান। এ দোকানেই আজ চটপটি খাব। দিন তো ভাই দু প্লেট। ঝাল করে।
জ্বী স্যার
স্বাস্থ্যকর চটপটি
• আমরা তেল দিয়ে প্লেট-চামচ ধুই।
• প্লাস্টিক পরিহার রান্নাঘর
• বিশুদ্ধ পানি দিয়ে রান্না
• বিদেশী মশলা
• ডিগ্রী প্রাপ্ত রাঁধুনী
ওয়াক! ওয়াক
আসলে চটপটি নোংরা দোকান থেকেই খেতে ভাল!
তোমার জন্য লিণ্ডটের চকলেট এনেছি!
লিন্ডট? সে তো অনেক দামী!
খামোখা কী দরকার ছিল এত দাম দিয়ে আমার জন্য চকলেট কেনার?
যাই দোকান থেকে পাল্টে সস্তা দেশি চকলেট নিয়ে আসি!

আমার জন্য হিপ হপ লকেটটা কিনে এনেছ? হাস্যকর লকেট। তবে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ!
আরে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথায়?

শয়তান ব্যাটা! আজ ছিনতাই করে পার পাবি না!
হু হু! সাইজ করে দেবে!
এ্যাঁ এ্যাঁ আমারে ছাড়ি দ্যাও!
ফুড়ড়!
না! না! আমরা নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছিলাম না!
আরে মিয়া ঠ্যাকবাজগ কেমনে মারতে হয় হেইডাও জানেন না। পথমে অর নখের নীচে প্রেক মারেন। তারপর চান্দিতে গ্রম পানি ঢালেন হেরপর...
দোস্ত! দোস্ত! জলদি ১০০০ টাকা ধার দে!
আমি বরং ভাবছিলাম যে তোর কাছ থেকে আজ ৫০০ টাকা ধার নেব।
তাইলে দোস্ত তোর যে বাকী ৫০০ আছে সেটাই দে!
+ ÷ x - ??

কাগজ! কাগজে!
ভৌউউ! ভৌউউ!
কাগজ কাগজে!
ভৌউউ ভৌউউ
ভৌউউ! ভৌউউ
?!
কাগজ? কাগজে?
অনেক অনেক দিন আগে...
এহম!
এসব "অনেক দিন আগে" মার্কা বই পড়ার বয়স তোর আছে?
আমি কোন সমস্যা দেখছি না।
ছাগল।
অনেক দিন আগে, বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রটি আবিষ্কার করেন...
??

আমি আম পারছি, তুই কেবল ব্যাগে ভরবি ঠিক আছে?
থ্যাংক ইয়ু ম্যাজিক। মামুন– তোরা আমার জন্য এত কষ্ট করলি তোদের দুটো আম দেব!
আমি আর মামুন কষ্ট করে এক ব্যাগ আম পেড়েছি আর ভাইয়া এসে সেটা হাইজাক করেছে। এর বিচার তোমাকে করতেই হবে।
টুং টাং!
আগে দরজাটা খুলে দ্যাখ কে এসেছে পরে বিচার করছি।
আমি গফুর আপনার প্রতিবেশী। আপনার ছেলে আর ভাতিজা মিলে আজ আমার আম গাছ সাফ করে দিয়েছে এর বিচার চাই!

ঐ দ্যাখ আমার পাশের বাসার মেয়ে পিংকী আসছে। ও আমাকে দেখলেই হাসে।
ঠিক করেছি আজ আমিও ওকে দেখে হাসব।
বাঃ বেশ বুদ্ধি হয়েছে তোর। খুব কাজ হবে।
হা হা হা হা...
তুই তোর পাশের বাড়ির মেয়েটাকে দেখে যে ভাবে অট্টহাসি দিয়েছিস, তাতে সে ভয় পেয়ে গেছে। ওকে বাগাতে হলে ওভাবে হাসবি না।
ওকে দেখে তোকে মুচকি হাসি দিতে হবে।
মুচকি হাসি।
হেহে.. হেহ.. হেহে..

আরিফকে ওর বাসা থেকে ডেকে আনা কঠিন কাজ। ওর মা খুব কড়া সবাইকে শাসন করে সিধা রাখে।
আরে আমরা তো আর বসব না।
তবুও ওনার ভয়ে নাকি ওদের বাসার কুকুরটাও সিধা হয়ে চলে।
কে তোমরা? নাম ঠিকানা দাও। আরিফকে নিয়ে বাইরে গেলে এক ঘণ্টায় ওকে ফেরত চাই। এই গলিতেই থাকবে। এই ছেলে তুমি এত বড় হয়েও হাফপ্যান্ট পরেছ কেন...?
না। আরিফ তোমার মত ঝাঁকড়া চুলের লড্ডা গোড্ডা ছেলের সাথে খেলতে যাবে না।
কিন্তু চাচী, আমি লাড্ডা নই। ক্লাস ফার্স্ট বয়।
মিথ্যে কথা। প্রমাণ কী?
এই যে আমার স্কুলের রেজাল্ট শিট। এবার কি আরিফ খেলতে যেতে পারে?

দেখ তো মলি, আমার লেটেস্ট ছবিটা কেমন হলো!
তালিব এ কী?
এভাবে কম্পিউটারে টাকের ওপর চুল লাগিয়ে নিজের ছবি প্রিন্ট দিতে তোমার লজ্জা লাগল না।
এত স্বার্থপর নই। তোমার ছবিও প্রিন্ট দিয়েছি।
তোদের বাসায় আজ ক'টা নতুন ফটো দেখছি?
বাবার পাগলামি, সে কম্পিউটারে ছবি উল্টা পাল্টা করে প্রিন্ট দিচ্ছে। আমি ওসব দেখিও না!
আচ্ছা, চাচা কবে চাঁদে গিয়েছিল? আশ্চর্য!
চাঁদ?
বাবা!?
খারাপ কী প্রশ্ন করলাম?

বেসিক আলী

দ্যাখ, দেশে কত প্রকারের পাগল আছে। ওকে না কি ঢাকার লোকেরা মেয়র হিসেবে চায়!
সময় সন্তান সাথে
ঢাকার মেয়র হিসেবে তোমাকেই মানায়।
ঢাকাবাসী

এই দ্যাখ আরেক পাগল!
তুষার মালিককে
ঢাকার মেয়র হিসেবে চাই।
ঢাকাবাসী

আমির ভাইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চাই।
প্রচারে: পৃথিবীবাসী

বাবা তুমি এমন উদ্ভট পোস্টার বানিয়ে দেয়ালে দেয়ালে সাঁটছো কেন? এসব পাগলামী বন্ধ কর।
আরে ক্ষেপাছিস কেন?
আমির ভাইকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চাই।
পৃথিবীবাসী

অন্যদের যদি ঢাকাবাসীরা মেয়র হিসেবে দেখতে চায়, আমাকে পৃথিবীবাসীরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চাইতেই পারে।

আর ভীনগ্রহীরা যে আমাকে সৌরজগতের রাজা হিসেবে দেখতে চায় সে পোস্টার তো এখনো লাগাই নি।
আমির ভাইকে সৌরজগতের রাজা হিসেবে চাই।
প্রচারে: ভীনগ্রহী জনতা

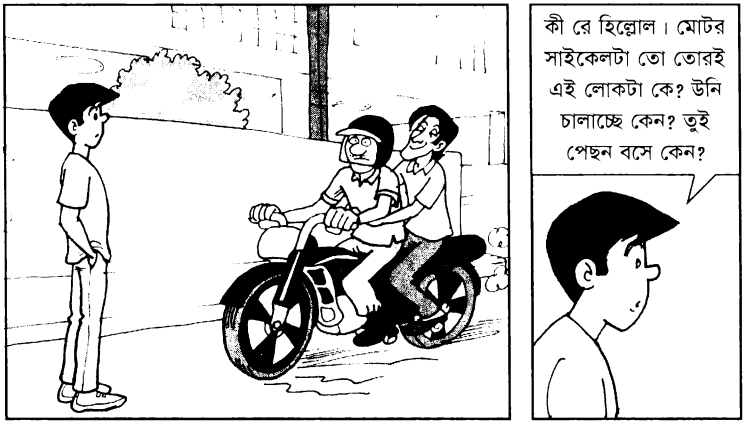
কী রে হিল্লোল। মোটর সাইকেলটা তো তোরই এই লোকটা কে? উনি চালাচ্ছে কেন? তুই পেছন বসে কেন?

এ হচ্ছে আমার ড্রাইভার আজিজুল। আজিজুল সালাম দাও!
সালাম স্যার

দোস্ত তুই একটু সাউন্ড কমিয়ে টিভি দেখতে থাক, আমি পাঁচ মিনিটে রেডি হয়ে আসছি।

দোস্ত তোর এই অদ্ভুত রিমোট তো কাজ না।

অ। এটা তো আমার মোবাইল ফোন!

এবারের গানটির জন্য নওগাঁ থেকে অনুরোধ করেছে খন্টু, মণ্টু, রিনি মিনি আর জনি এবার তাহলে শুনন OLD TOWNERS ব্যাণ্ডের গান।
চাঁন মিয়ার একঐ সম্বল। ঢ্যাট ঢ্যাট ঢ্যা! দুই গরু একই লাঙ্গল ঢ্যাট ঢ্যাট ঢ্যা
?
তাই লইয়া চাঁন মিয়া দিন কইট্টা যায়। সুখে দিন কাইট্টা যায় টুগু টুগু ডুগু ডুগু ঢাগু ঢাগু ঠাস!
বেসিক!
তোমার মৌখিক রেডিও টা বন্ধ করো!
চাঁন মিয়ার একই সম্বল...
শ্রোতা বন্ধুদের অনুরোধে এবার "তাফালিং" চলচ্চিত্রের গান "৮০ ৮০ বইলা তুমি ফাঁকি দিয়াছ" পরিবেশন করছি!
খখখ.. চুইই চুই!
লিসনার্স, আরজে বেসিক বলছি। এবার বৃটিশ ব্যান্ড COLDPLAYর গান "HURTS LIKE HEVEN" পরিবেশন করছি, তাহলে লিসেন লিসনার্স!

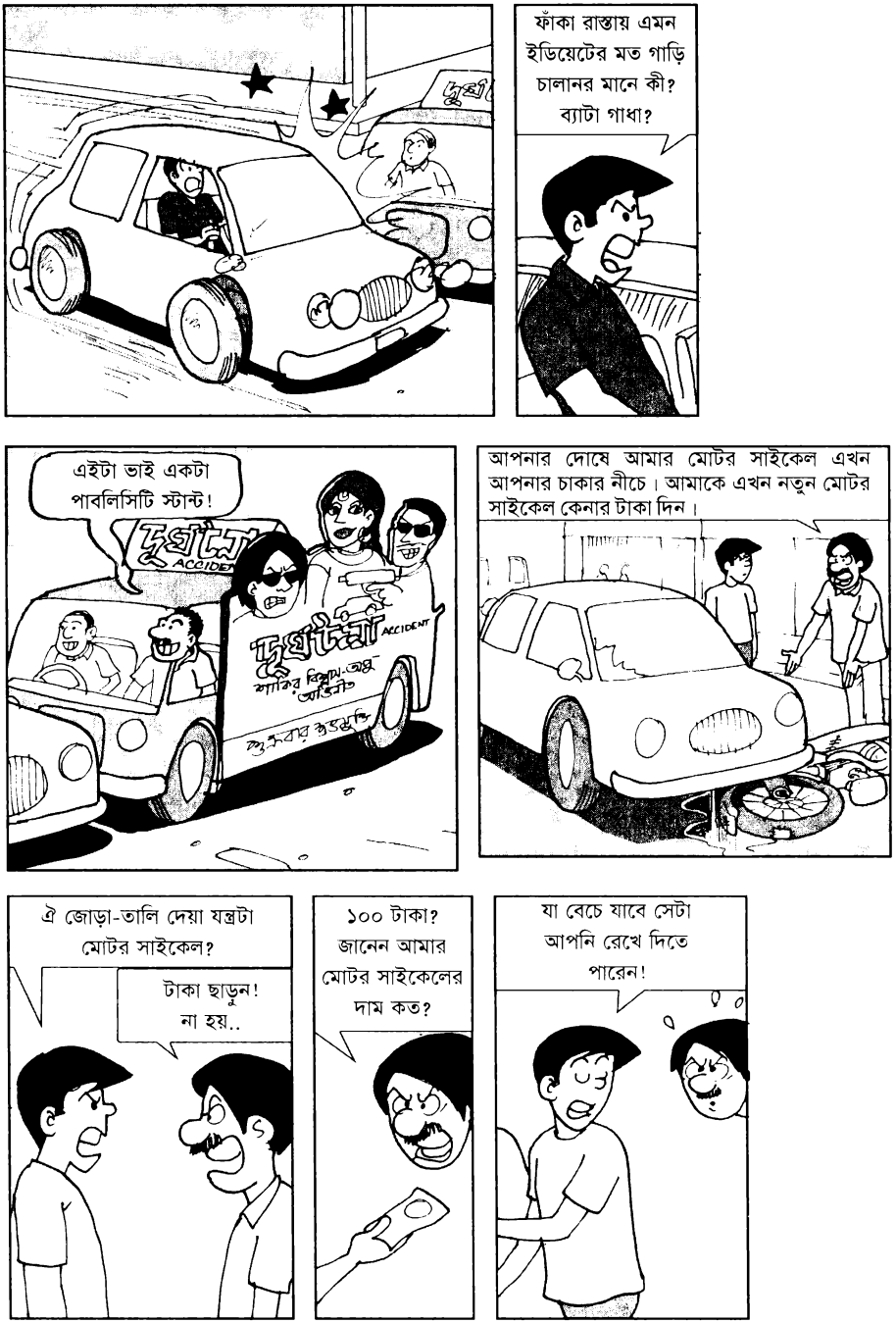
ফাঁকা রাস্তায় এমন ইডিয়েটের মত গাড়ি চালানর মানে কী? ব্যাটা গাধা?
এইটা ভাই একটা পাবলিসিটি স্টান্ট!
ACCIDENT
আপনার দোষে আমার মোটর সাইকেল এখন আপনার চাকার নীচে। আমাকে এখন নতুন মোটর সাইকেল কেনার টাকা দিন।
ঐ জোড়া-তালি দেয়া যন্ত্রটা মোটর সাইকেল?
টাকা ছাড়ুন! না হয়..
১০০ টাকা? জানেন আমার মোটর সাইকেলের দাম কত?
যা বেচে যাবে সেটা আপনি রেখে দিতে পারেন!

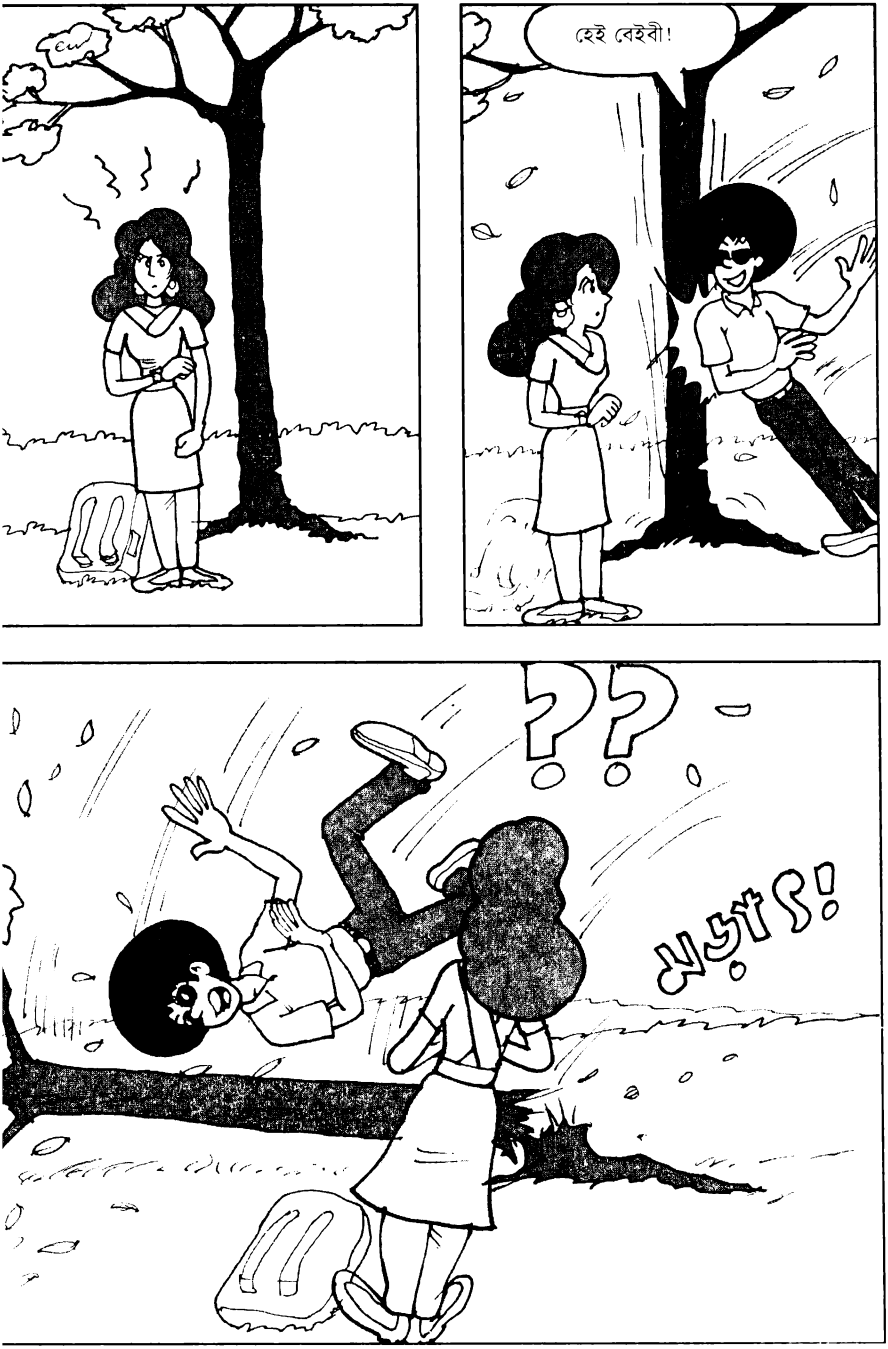
Ew
হেই বেইবী!
??
মড়া?!

হ্যালো ড: ইনাম? শুনন মলির না হঠাৎ অনেক জ্বর আর গা ব্যথা হয়েছে সেই সাথে...
তালিব ভাই আমি খুব অসুস্থ এখন কথা নয়।
কী হয়েছে?
জানেন না মানে? আপনি তো ডাক্তার অসুখটা নির্ণয় করে ওষুধ খেয়ে নিন।
নিজেকে নিজে দেখব? জানেন আমার ফি কত?
আর কত এসব বাজে সংবাদ ভালো লাগে? হয় মারামারি না হয় দূর্নীতি আর বাটপারি! অসহ্য!
এ জন্য বলি, প্রথম পাতা বাদ দিয়ে খেলার পাতা পড়।
আরে আমি তো খেলার পাতার কথাই বলছি!

বেসিক আলী

কী কুক্ষণেই না আজ এই বাসে উঠলাম।
কই ট্যাকা ছাড়েন।
বাঁচাও! বাঁচাও চাঁদাবাজ চাঁদাবাজ!
দূরো মিয়া, আমি কন্ডেক্টার। ভাড়া দ্যান!

ওমা! আসতে একটু দেরী হয়েছে বলে এত রাগ? অবশ্য রেগে গেলে তোমাকে আরো বেশি সুন্দরী লাগে!
ওসব খুচরা আলাপ বাদ দাও। তোমরা সাথে আমি খুচরা আলাপ করবো না!
বেশ তাহলে এসো পাইকারী আলাপ করি। তুমি বরাবরই সুন্দর। তোমাকে আমি অনেক ভালবাসি।
আরে এত রাগ করছ কেন? নাও একটা চকোবার খাও!
আমি তোমাকে চিনি না। আমি অপরিচিত লোকের কাছ থেকে চকোবার নেই না।
তার মানে এত দিন যত চকোবার কিনেছ প্রতিটা আইসক্রিমওয়ালা তোমার চেনা?
ফাজিল!

এ কী বাবা? মাথাটা চাদর মুড়ি দিয়ে তুমি কীভাবে টিভি দেখছ?
চার! তামিম চমৎকার একটা চার পেটালো!
তোর বাবা মনে করে সে যদি খেলা দেখে তাহলে বাংলাদেশ টপাটপ হেরে যাবে।
তাহলে খেলা না দেখলেই হয়!
না। সে চাদর মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে খেলা দেখছে যাতে টিভিটা টের না পায় যে সে খেলা দেখছে।
শশশ আমরা জিতে যাব!
আর মাত্র দুই ওভার বাকী। বাংলাদেশকে জিততে হলে ১৮ রান দরকার। বাংলাদেশ কী এই টার্গেট ধরতে পারবে?
মলি? মলি!
খুব টেনশন হচ্ছে। দেখি তোমার হাতটা দাও তো!
ইতিমধ্যে আমার নখগুলো শেষ করে ফেলেছি তো...

অই বার্গার, বার্গার... ১০০ ট্যাকা
দুর্দান্ত ব্যাটিং করছে শাকিব!
একটা দেখি? বেশি করে সস দে!
বা:... বার্গার পাঠালাম আমি আর তুমি দিব্যি বেসিক কে টাকা দিলে?
এ্যাঁ! আমি তো টের পাই নি!
আউট! এবং এই আউটের ফলে খেলাটি বাংলাদেশের জন্য খুবই কঠিন হয়ে গেল!
এখন শেষ বলে বাংলাদেশ ৪ রান না করতে পারলে হেরে যাবে!
আর সহ্য হচ্ছে না।
মানুষ না আমি উটপাখির জীবন চাই!

এটা মোটেও বাজে চেয়ার নয়। এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্মত নতুন চেয়ার, বসে দ্যাখ!
তাই নাকী?
এ্যাঁক! মনে হয় আঁটকে গেলাম রে!
ও: এই চেয়ারে অন্যদের বসিয়ে তুই ব্যায়াম করিস না?
ধেত্তেরি মশা!
?
এ হচ্ছে আমার... (খুক খুক) মোবাইল মশা তাড়ানোর সিস্টেম.. (খুকুর খুকুর)

আজ তোকে সহজ পদ্ধতিতে মানুষ আঁকা শেখাবো। দ্যাখ আমি কীভাবে আঁকি।
কই? কই? নাক কই? মুখ কই?
কান কই? চোখ কাই? কই? কই? মানুষ কই?
সব এঁকে তোকে খাইয়ে দিলাম। এখন তুইও আঁকতে পারবি!
চারজন মানুষ যদি এক কিলো মাংস চার মিনিটে খেয়ে ফেলতে পারে তবে আটজন লোক ঐ মাংস কতক্ষণে খেয়ে শেষ করবে?
ওরা পারবে না!
পারবে না মানে?
চার জন তো আগেই ঐ মাংস খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আট জন এসে কিছুই পাবে না!

বাবা এর বিচার করো। ঘুম থেকে উঠে দেখি ভাইয়া আমার সারা মুখে পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে দাড়ি মোঁচ এঁকে রেখেছে এগুলো ধুলেও যাচ্ছে না!
আমি তোর ঘরে দুদিন ধরে যাই নি। আর আমি যে এঁকেছি তার প্রমাণ কী?
প্রমাণ? দাঁড়ি মোচ এঁকে উনি আবার আর্টিস্টদের মত স্বাক্ষরও করেছেন!
আমি মোটেও তোর ঘুমন্ত অবস্থায় চেহারায় দাড়ি মোঁচ এঁকে ঐ স্বাক্ষর করিনি। স্বাক্ষর করব কেন?
এই হাতের লেখাটাই তো আমার না। এটা খুবই পরিচিত...
তোমার না তো কার?
বাবা?
হা হা হা হা

এ কী হচ্ছে ভাইয়ারা! থামেন! থামেন!
আমাগো তিনজনের মধ্যে টস হইসে। আমি জিতছি অরা মানে না।
কী নিয়ে টস?
টস হইসে আমাগো মইধ্যে কে আপনেরে ছিনতাই করব।
আমাগো মইধ্যে টস হইসে কে আপনেরে ছিনতাই করবো। আমি জিতছি অরা মানে না এইডার বিচার করেন!
ঠিকই তো– আপনি একা একজনকে ছিনতাই করবেন আর ওরা আঙ্গুল চুষবে? এটা ঠিক না। সবার ছিনতাই করার অধিকার আছে।
আপনারা রাজী থাকলে মাথা পিছু একাধিক শিকার এনে দিতে পারি!
একাধিক? আ-আচ্ছা!
বাঁচাও! বাঁচাও! ছিনতাই! ছিনতাই!

রাত এখন ১২টা। তুই এক্ষুণি ঐ গেমবয় খেলা বন্ধ করে ঘুমাতে যা না হয় ম্যাডেস্টকে ডাকব।

খেলছি না; পড়ছি ম্যাডেস্ট আমায় রাত জেগে পড়ার লাইসেন্স দিয়েছে।

ইশ আমার জ্ঞানেন্দ্র নাথ! কেন- এই বই আরো আগে পড়া যেত না?

না। আগে পড়তে গেলে নেচার আপু টের পেয়ে যেত যে তার ব্যাক্তিগত ডায়েরী টা গায়েব হয়ে গেছে!

নকীকে গাধা বলার শাস্তি হিসেবে তুই ব্ল্যাকবোর্ডে ৫০বার লিখবি: নকীকে গাধা ডেকে পাপ করেছি!

খ্যা খ্যা খ্যা

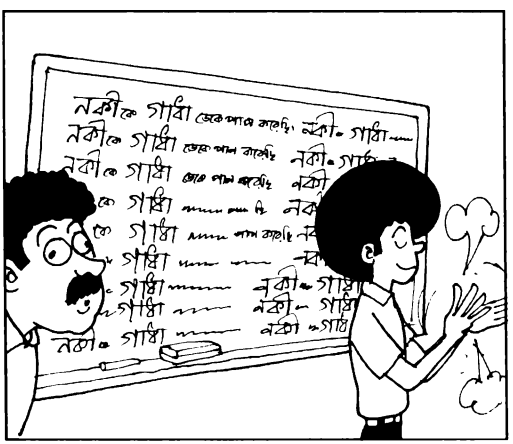

এ কী মামুন তুমি এই কার্নিশে উঠলে কী করে?
আমি দোলনা চড়ছিলাম!
তো!
চাচা একটু বেশি জোরে ঠেলা দিয়েছিল!
আহ-আহ...
ঠুয়াইক্কো
আরেকবার হাঁচি দাও চাচা, তাহলে একবস্তা আম হবে!

বেসিক আলী

?
ওসব গলা খাকাড়ি আর কাশি বাদ দিয়ে আসল কথা বলো।
স্যার... খ্যাক... খ খ খ!
আরে আমি কি বাঘ না ভল্লুক যে একটা কথা বলতে এসে কাশা-কাশি করছো।
খক! খখ... স্যার-
খক খক... স্যার আপনার খ্যাএএ... ফাইল সাইন হলে... খুকুর খুকুর... দিয়ে দিন! এহম খ্যা!
তো এটা এত কাশি দেয় বলার কী হলো?
স্যার... খ্যাএএ... আমার এসলেই অনেক কাশি হয়েছে... খ্যাকার খ্যাকর খ্যাক!

?!
মলি! মলি! আমার আঁকা একটা ছবি চুরি হয়ে গেছে। আমি বিখ্যাত আর্টিস্ট হয়ে গেছি!
তুমি নিশ্চয় জানো যে একটা আর্টিস্টের আর্ট চুরি হলে বোঝা যায় যে সে বিখ্যাত হয়ে গেছে।
বুয়া একটু আগে যেই ছবিটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলাম জলদি সেটা নিয়ে এসো!
হা হা... এবার সত্যি সত্যি গত রাতে আমার আঁকা চারটা ছবি চুরি হয়ে গেছে। তোরা তো আমার দাম দিলি না- কিন্তু অন্যেরা আমার কাজ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!
স্যার
এই ব্যাটা দারোয়ান। এখন কী চাস? ভাগ পরে আয়! যা! যা!
না মাইনে স্যার.. তাড়াহুড়া কইরা আটিস চাইরটা গ্যারেজ রাখতে গিয়া একটা ছিঁড়া ফালাইছি!
শ শ!
খ্যাক খ্যাক!

এই ব্যাডা ট্যাকা বাইর কর!
হা হা হা ... ছদ্মবেশের আর আইডিয়া পেলেন না? পাকানো মোঁচ, জরুল আর চোখে পট্টি?
?!
উঃ!
ওরে বাপরে আসল ডাকাত!
আমাকে পিস্তল ধরে লাভ নেই। আমি ভুয়া আসল ক্যাশিয়ার ১৫ মিনিটের বিশ্রাম নিয়েছে!
কিয়ের বিশ্রাম?
তারা একটু তাস খেলছে। আপনার অসুবিধা আছে?

ম্যাজিক, নেচার! তোরা ঝগড়া থামা! কী হয়েছে-এ্যাঁ?
আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন আজকের বৃষ্টিটা সোমবারে ঘটে যাতে আমাকে সেদিন মেডিকেল ফিল্ড ট্রিপে যেতে না হয়।
সেটা শুনে এই শয়তানটা বলল লাভ হবে না, কারণ না কী সে ঐ বৃষ্টিটাকে মঙ্গলবারের জন্য আল্লাহর কাছে বুকিং দিয়ে রেখেছে।
ঐ দিন আমার...
তোরা বরং বেশি করে ঝগড়া চালিয়ে যা ইডিয়েটের দল!
এই যে ম্যাডেস্ট আমি একটা জিনিস হারিয়েছি যেটা নেচার আপু পেয়েছে। কিন্তু সেটা সে আমাকে ফেরত দিচ্ছে না!
কী জিনিস?
ওটা যে তোর তার প্রমাণ কী?
হ্যাঁ তুই যেটা হারিয়েছিস তার বর্ণনা দে। মিলে গেলে ও ফেরত দিবে।
আয়তাকার এরকম একটা নীলচে কাগজ ওতে ১০০ লেখা আছে ওতে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরেরও স্বাক্ষর আছে।

স্যার আমি বেসিকের পাশে বসে মিটিং করব না। ও অনবরত কলম দিয়ে সব কিছু দাগাচ্ছে!
মিটিং এ বসে আমরা সবাই কলম দিয়ে দাগাতে থাকি। এতে সমস্যা কিসের?
স্যার ও দাগান থামাতে পারে না!
এ রাস্তায় বরাবরই হকারদের ভীড় থাকে কিন্তু আজ ওরা কী অবস্থা করেছে দেখছ?
আজ ওদের ভীড়ে গাড়ি চলছে ফুটপাথ দিয়ে!

কতদিন না বলেছি দরজায় টোকা না দিয়ে আমার ঘরে ঢুকবে না। না কোন কথা শুনব না। ভাগো!
আবার দরজায় টোকা না দিয়ে ঢুকেছ? বেয়াদব! বের হও!
কিন্তু...
এবার স্যার জানালা দিয়ে ঢুকেছি!
বেতন নিয়ে কথা বলতে চাও ভাল কথা। কিন্তু তুমি কি আমার সাথে এপয়েন্টমেন্ট করে এসেছ? এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কথা বলার সময় আমার নেই।
এসেই যখন পরেছি তখন একটা এপয়েন্টমেন্ট দিন। কাল সকাল ১০.৩৫ এ?
দিতাম। কিন্তু তুমি তো এপয়েন্টমেন্ট করার জন্যও কোন এপয়ন্টমেন্ট করো নি।

তোমার আমার পথের বাধা ম্যাজিককে পাশ কাটিয়ে আজ এসেছি তো...
ফুউউ!
তোর মত ফাউলদের আমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেই!
অনেক সহ্য করেছি। আর না আমাকে প্রেম দে- না হয় গুল্লি খা। দিবি প্রেম?
?
?!
প্রেম
কবিতা সংকলন

আমাকে প্রেম না দিলে আমি আত্মহত্যা করব তাতে তুমি সারা জীবন অপরাধ বোধে জ্বলবে অসুখী হবে।
এক মিনিট। খালি যাব আর আসব!
?
আমি ওদের সাথে বাজী ধরেছি, ওরা বলে পিস্তলটা নাকি প্লাস্টিকের আমি বলি আসল। দেখাও দেখি আত্মহত্যা করে কে ঠিক!
মোনালিসা, আমাকে প্রেম না দিলে আমি এই আসল পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করব।
ভুয়া!
চাপাবাজ!
ব্ল্যাক মেলার!
CHINA
ঠিক আছে! ঠিক আছে! এটা প্লাস্টিকের পিস্তল কিন্তু এর প্লাস্টিকের গুলিতে যে অনেক ব্যথা লাগে সেটা তো সত্যই!

তুমি ১৯৭৫ সালের ২০শে জুলাই আমার ব্রিফকেস থেকে ৭৬২০ টাকা চুরি করেছিলে? আজ এর বিহিত করতে হবে, চোর!
আ... বাবা, মা চুরি করেছে তোমার টাকা অন্যের নয়। পৃথিবীর সব স্ত্রীই স্বামীর টাকা মারে। তাতে কী হয়?
ব্যা-ব্যা। ওসব ছ্যাবলা কথা রেখে ঐ চুরির বিহিত কর।
আজ ২০ জুলাই ২০১২। অতএব ৩৭তম চুরি দিবস উজ্জাপন করো আর কী!
তুমি ৭৫ সালে আমার টাকা মেরেছ। ১৯৬৭ সালে ৩রা নভেম্বর রাত ১০.৩৬ মিনিটে আমার সাথে দূর্ব্যবহার করেছ!
দ্যাখো বুড়োর ভীমরতি!
কী ব্যাপার দাদা, দাদু তোমার সাথে কী এত খারাপ আচরণ করলো যে তোমার ৬৭ সালের কথা মনে পড়লো?
সকাল ১০টা বেজে গেছে সে আমায় নাস্তা দেয় না।
সে ইতিমধ্যে দু'বার নাস্তা খেয়েছে সেটা তার মনে থাকে না। কিন্তু ঐ ৬৭ সালের গল্প তার মনে থাকে, হ্যাহ!
এই!

বেসিক আলী

সকাল থেকে আমার মিষ্টি দাদুটার সাথে তুমি খামোখা কেন খ্যাচ খ্যাচ করছ?
কারণ সে মোটেও মিষ্টি নয়। সে বিচ্ছিরি বুড়ি আমার সাথে বেমানান!
বেমানান? দাদা তুমি ৮৬ বছরের বুড়ো। দাদু ৭৫। তোমার চেয়ে যুবা। আচ্ছা তুমি নিজেকে কী মনে করো?
নায়ক রক হাডসন।
বেঁচে থাকলে রক হাডসনও তোমার মত ৮৬-৮৭ বয়সের বুড়ো হতো। দাদু তার চেয়ে যুবাই থাকত!
আচ্ছা দাদু, দাদা আজ অনবরত তোমাকে বুড়ি-বুড়ি বলে যাচ্ছে অমি ভাবছি যে...
দিন দিন তার সব স্ক্রু ঢিলা হয়ে যাচ্ছে!
আমার ঘরে এক মিনিটের জন্য আসো দাদু।
এই যে, তোমার জন্য স্যুপ!
!?
Katrina

বলটা যে ভুলে কোথায় রেখে গেছি? এই রাত করে বাগানে খুঁজতেও ভয় লাগছে- কিন্তু বলটা পাওয়া জরুরী।
মানুষ! মানুষ!
ভুত! ভুত!
মাফ কর মামুন। আমি এখন ভিক্ষুক-ভিক্ষুক খেলতে আগ্রহী নই!
ওরে শয়তানের দল! আমার শেভিং ফোম দিয়ে দাঁড়ি-গোঁফ বানানো তোদের ছোটাচ্ছি!

ম্যাডেস্ট-ঐ নরপিশাচ, বাটপার, কেউটে দুই শয়তান ম্যাজিক মামুনকে দেখেছ?
না। ওরা কী করেছে?

কী করেছে? আমার শেভিং ফোম দিয়ে তারা দাড়ি মোঁচ বানায় পাকা চুল বানায় ঐ শাখামৃগের দল।

শাখামৃগ...(উব্বু)..মানে কী? (উব্বু)

পালাচ্ছিস কোথায়! দাঁড়া! আজ তোদের হাড্ডি দিয়ে উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলব!
বাবা!
চাচা!

এই দাঁড়া। বাচ্চাদের মার দেয়ার জন্য তোর মত ধারি মানুষ তাড়া করছিস কেন?

কারণ ওরা তোমার আর আমার শেভিং ফোম নষ্ট করে সাদা দাড়ি-মোঁচ বানাচ্ছে!

ম্যাডেস্ট!
চাচী!

ছোট ভাই, বাসায় কি তোমার মা আছেন?
হ্যাঁ, মা বাসায় আছেন!
১০ মিনিট হয়ে গেল-আসে না কেন?
কি!
আপনি না বললেন আপনার মা বাসায়? উনি আসছেন না কেন?
আমার মা তো আমাদের বাসায়– পাশের গলিতে। এটা তো বল্টুদের বাসা!

গত দুমাস ধরে দেখছি আপনারা এই রাস্তাটা খুঁড়ছেন তো খুঁড়ছেনই আসলে কী হচ্ছে এখানে?
সাময়িক অভিবাসীর জন্য দুঃখিত ওয়াসা

ইউরেকা! ইউরেকা!

এদ্দিন যেই গুপ্তধনের লেগা খোড়াখুড়ি করতাছিলাম, হেইডা পাইছি!
সাময়িক অভিবাসীর জন্য দুঃখিত

বেসিক আলী

কতদিন না বলছি ম্যাজিক, যে কারো মাথার দিকে পা রেখে শুবি না। এটা বেয়াদবী, পাপ।

তুমি নিশ্চয় চাও না যে আমি নিজের মাথার ওপর পা রাখি?
মানে?

পৃথিবী গোল। আমি যে দিকেই শোব আমার পা সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আমার মাথায় HIT করবে। এর চেয়ে অন্যের মাথার দিক পা রাখা ভাল।

না ম্যাডেস্ট, এখন আমি লন্ড্রি থেকে কাপড় এনে দিতে পারব না, আমি খেলতে যাচ্ছি।

এই বদমাশ! আমি তোর জন্মদাত্রী মা। তোকে আমি জন্ম না দিলে কোথায় থাকত তোর খেলা, যা লন্ড্রিতে যা!

তুমি আমায় জন্ম দিয়েছ মাত্র এক বার। ঐ এক কাজের কথা বলে আমার থেকে প্রতিদিন কত কাজ আদায় করবে? এ অন্যায়।

এত রাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত একাউন্টেন্ট সাহেব। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না।
আচ্ছা বলুন তো আপনি কীভাবে আমার প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষা করেন?
স্যার, অমরা বুক কিপিং করে... ডেপ্রিসিয়েশন ধরে... ব্যালেন্স শীট... জার্নাল এন্ট্রি... ট্রায়াল এন্ট্রি... আমরা তো সবই করি স্যার!
কেন স্যার আমরা কী কোন ভুল করছি? স্যার, হ্যালো?
ঘ্র ঘ্র ঘ্র

বেসিক আলী

কী আঁকছিস রে ম্যাজিক।
কমিক আঁকছি। ডার্কম্যান।
কি হাসির কিছু?
হাসির কমিক হচ্ছে বাচ্চাদের। আমি সিরিয়াস জিনিস বানাচ্ছি!
একদম আঁধারের ভেতর ধ্বংস আর খুনাখুনি। ব্যাটম্যানের বাপ। ভয়াবহ। DARK। বিভীষিকাময়! রক্তারক্তি! ভয়ংকর। ভয়ের।
এ কী? কতগুলো কালো কালো বাক্স এঁকে কী বোঝাতে চাচ্ছিশ?
বলেছি তো একদম DARK। এটা ফাতরা জিনিস না!
তুই যদি কতগুলো কালো-কালো বাক্স এঁকে রাখিস তাহলে মানুষ তোর এই "আঁধার" কমিকের গল্প কী করে বুঝবে?
পাতা ওল্টাও!
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা
আ আ আ
গভীর রাতে ভেসে আসে এক চিৎকার
হা হা হা
ঘচ!
তারপর ঘচ
তৃতীয় পৃষ্ঠা
বুম
তারপর বুম
তারপর গ্রহটি দুম!
এত কালি দিয়ে এঁকেছিস এটা তো টয়লেট পেপার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে না!

বলিস কী, মাত্র দুই দিনে তুই তোর ডার্কম্যান চরিত্রের ১০টা কমিক এঁকে ফেলেছিস?
হ্যাঁ, সিরিজটা কেমন দূধর্ষ। নামগুলো শোন।
RUSH

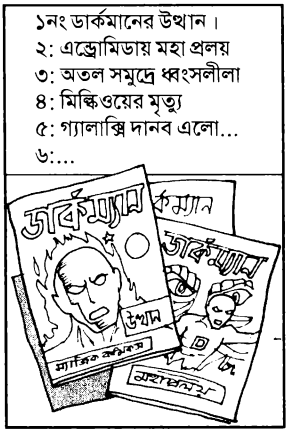
১নং ডার্কম্যানের উত্থান।
২: এন্ড্রোমিডায় মহা প্রলয়
৩: অতল সমুদ্রে ধ্বংসলীলা
৪: মিল্কিওয়ের মৃত্যু
৫: গ্যালাক্সি দানব এলো...
৬:...
ডার্কম্যান
উত্থান
ম্যাজিক কমিক্স

ওমা, মলাটের পর দেখছি সব সাদা পাতা। কিছুই তো হয় নি।
না সবই শেষ। কেবল গল্প লিখে এঁকে দেব।
RUSH

সিরিয়াসলি ম্যাজিক, তোমার গল্পে কিছু সমস্যা থাকলেও তোমার আঁকা কমিক গুলো দারুণ লাগছে দারুণ এঁকেছ।

তুমি যদি একটাও কমিক এঁকে শেষ করতে পারো তাহলে এটা প্রকাশনার দায়িত্ব আমার।
আমিও হেল্প করব!

বেসিক– রিয়া প্রকাশনীর প্রথম কমিক!
ধ্যাৎ। আমি ভাবছিলাম আমার জ্যাক মামাকে বলে প্রথম আলোতে ঐ শাহরিয়ারের পঁচা কার্টুনের জায়গায় ডার্কম্যানের স্ট্রিপটা চালিয়ে দেয়া যায় কিনা!
ডার্কম্যান

আরে? এই মিয়া!
কি-ছে?
ও: আপনি? কিছু হয় নি। আমার পা টা ভুলে আপনার পায়ের নিচে চলে গেছে। সরি ভাই!
বেসিক, একটু সুটকেসটা তুলে দিবি?
পারব না। আমি এখন গাড়ি ধুচ্ছি!
?
কী? সোফায় শুয়ে স্বপ্নে গাড়ি ধুচ্ছিস?
সত্যি ম্যাডেস্ট, আমি গাড়ি ধুচ্ছি। বাইরে দেখে এসো!

?
খেয়াল করে দেখেছ
সুন্দরী মেয়েরা সব উদ্ভট
দেখতে ছেলেদের সাথে
প্রেম করে বেড়াচ্ছে?
হ্যাঁ মন খারাপ কোর না।
তুমি দেখতে উদ্ভট নও।

তুই যদি প্রমিজ করিস যে তুই রেগে যাবি না তাহলে আমি একটা দারুণ গোপন কথা বলব।
গোপন? বল! বল!
রাগবি না তো? সত্যি?
প্রমিজ– রাগব না। বল তোর গোপন কথা!
একদম নিশ্চিত?
আরে শয়তান কতবার বলব যে আমি রাগ করব না। বল!
বলার আগেই এত রাগ– বললে তো তুই ফেটে যাবি!
ম্যাজিক! নেচার! ঝগড়া থামা! কী হয়েছে– এ্যাঁ?
আপাকে বলেছি– রাগ না করলে তাকে একটা গোপন কথা বলব। তারপর সে রেগে আমাকে মার দিচ্ছে আর জানতে চাচ্ছে কী সেই কথা!
আমি নিশ্চিত যে তুই ওকে রাগাচ্ছিলি। এর শাস্তি হিসেবে এখন তোকে গোপন কথাটা ফাঁস করে দিতে হবে।
কথাটা হচ্ছে– আপার রাগ নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা নেই!
ম্যাডেস্ট, আমি কী ওকে হত্যা করতে পারি?

এটা পরে নে!
চমৎকার এবার যা পাশের ঘরে নেচার আপুকে ভয় দেখিয়ে আয়। চুপি চুপি যাবি!
ইরি বাবা! ভুত! ভুত!
মাত্র ১০ টাকা জোড়া আর ১০টা কার্ড ৪০ টাকা। আমাকে ১০টা শুভেচ্ছা কার্ড দাও দেখি!
একী! এগুলো তো সব পুরানো ব্যবহৃত কার্ড। এতে নাম লেখা আছে...
Greetings
কালি ওঠাবার কেমিক্যাল কিনুন। প্রতি টিউব ২৫ টাকা মাত্র। স্টক সীমিত...!

বয়স
১৫+

www.panjeree.com

আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। খাওয়া আর ঘুম- এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন এক সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক খবরটা তুলে দিল বাবা-মায়ের কানে। কিন্তু বেসিকের ঘুম কাতুরে স্বভাব অফিসে গিয়েও কাটে না। আত্মভোলা বন্ধু হিল্লোলের পেছনে লাগাও তার আরেকটা স্বভাব। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

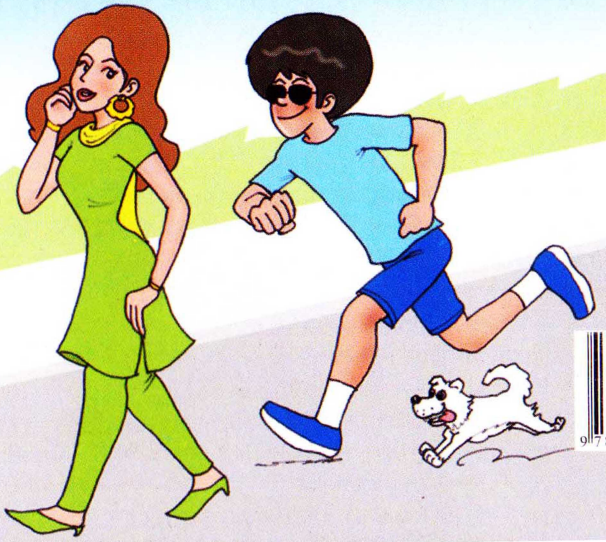

9789846340914